
১২ জুন ২০২৫
শতবর্ষে
প্রদীপকুমার
সাবিত্রীর
আত্মজীবনীতে
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপিকার
হাত ধরে
বলিউডে বিপ্লব
রাজরানি
শুভশ্রী
যাঁর পজ়িটিভিটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে
পড়ে নিমেষে, তিনি **শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়**।
সন্তান প্রতিপালন, পরিবার, কেরিয়ার,
জীবনদর্শন... সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর
রানিসুলভ আভিজাত্য, উপস্থিতি



আরও আনন্দ | ORIGINALS
শ্যামল দত্ত চৌধুরী-র গল্প 'নিশুতিরাতের ঢাকি' অবলম্বনে
ঢাকি
পরিচালনা : সর্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় | পরিবেশনা : অভিরূপ ঘোষ
আরও ভয়, আরও শিহরণ, আরও আতঙ্ক...
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই আরও ওয়েব সিরিজ় সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১২ জুন ২০২৫

কভার ড্রাইভ



৬

যাঁর পজ়িটিভিটি আশপাশের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চোখের নিমেষে, জীবনে নেগেটিভ কিছু আছে বলেই বিশ্বাস করেন না যিনি, তিনি **শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়**। সন্তান প্রতিপালন, পরিবার, কেরিয়ার, জীবনদর্শন... সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর রানিসুলভ আভিজাত্য, উপস্থিতি।

ভানুদার স্মৃতি



আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** ফিরলেন কৈশোর জীবনে। বললেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ১৮

স্মরণ

শতবর্ষে **প্রদীপকুমার** ২৮

জ়ুম ইন

বিপাকে বাংলা ধারাবাহিক ৫২





নেপথ্য কথা

দীপিকা... ঝুকেগি নহী ৩৪

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 10th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ ইধিকা পাল

অন্য রূপে ‘কিশোরী’

এক অন্য ইধিকাকে দেখলাম আনন্দলোকের চোখ দিয়ে। ফোটোশুটের স্টাইলিং মন ছুঁয়ে গেল। স্টাইলোমিটারের পাতায় টলি তারকাদের নিয়ে এরকম ফোটোশুট আরও দেখতে চাই।

তনয়া সিংহ, পুরুলিয়া

জুটির সাক্ষাৎকার

গানের জগত থেকে দাম্পত্য জীবন... তারকাদের এরকম সাক্ষাৎকার বরাবরই আমার খুব প্রিয়। তাই জয়-লোপামুদ্রার সাক্ষাৎকার অন্যতম প্রিয় হয়ে রইল।

পূজা বিশ্বাস, বরাহনগর

যথাযথ প্রতিবেদন

যশ-নুসরতের সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন পড়েছি। কিন্তু কোথাওই যশ ও নুসরতকে খোলা মনে কোনও মন্তব্য করতে দেখিনি। আনন্দলোকেই পড়লাম তাঁদের সম্পর্কের কথা। এইরকম প্রতিবেদনই কাম্য।

দুর্বা সেন, বারাসত

আত্মজীবনীর প্রেমে

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রেম জীবন পড়ব, তাও আবার এত বিস্তারে... ভাবতেই পারিনি। এবারের কিস্তিও সংগ্রহে রাখার মতো। ফিরে গেলাম পুরনো দিনে।

বিক্রম সরকার, বেহালা



■ যশ-নুসরত



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়



কভার হোক এরকম

২৭ মে সংখ্যার কভার ড্রাইভ প্রশংসনীয়। সাক্ষাৎকার পর্বটি অবশ্যই ভাল, কিন্তু তার চেয়েও ভাল ফোটোশুট। পরম-কোয়েলকে রাজকীয়ভাবে মেলে ধরা হয়েছে।

বিনীতা দত্ত বণিক, যাদবপুর



■ জয়-লোপামুদ্রা

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

পরিবার সম্পূর্ণ

বিয়ের আগে তিনি ‘সাধারণ’ মানুষ ছিলেন। রাজ পরিবারের যে তথাকথিত নীল রক্ত, তা তাঁর শরীরে ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর তিনি ভুটানের রানিমা। এবং এমনই জনপ্রিয় যে, রানি জেটসুন পেমাকে ব্রিটিশ ‘কমনার’ রানি কেট মিডলটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যাই হোক, জেটসুন কিছুদিন আগে নিজের ৩৫ বছর বয়সের জন্মদিন পালন করলেন। এবং উপহার হিসেবে স্বামী, রাজা জিগমে এবং তিন সন্তান যুবরাজ গ্যালসে, উগইয়েন এবং যুবরানি সোনমের সঙ্গে সরকারি ‘ফ্যামিলি পোর্ট্রেট’ উপহার দিলেন। রাজ পরিবারের তরফ থেকে এমন ছবি এর আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। তা হলে কি তিন সন্তান, স্বামীকে নিয়ে রানি নিজের পরিবারের বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন? মনে করা হচ্ছে তেমনটাই। ভুটানের রাজ পরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধরা রইল এই ফ্রেমে।



■ ভুটান রাজপরিবার



■ ডায়ানা ও ছোট্ট হ্যারি

স্বপ্নের দিনগুলো

যুবরানি ডায়ানা তাঁদের মা ছিলেন। ডায়ানার অকাল প্রয়াণে, প্রিন্স উইলিয়াম ও হ্যারির জীবনে যে অপার শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনও মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে এই দুই যুবরাজের কাজকর্মের মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালের অগস্ট মাসে, আট বছর বয়সি হ্যারি ও তাঁর বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়ামকে নিয়ে ডায়ানা গিয়েছিলেন ডিজনি ওয়ার্ল্ডে। প্রিন্স চার্লসের সংসার থেকে বেরিয়ে আসার কয়েক মাস পরেই এই ঘটনা ঘটেছিল। ডায়ানার সঙ্গে জয় রাইডে চড়েছিলেন দুই পুত্র। এবার, এত বছর পরে ফ্লোরিডায় বেড়াতে গিয়ে, ডিজনি ওয়ার্ল্ডের সেই জয় রাইডেই চড়লেন প্রিন্স হ্যারি। সঙ্গী, তাঁর দুই সন্তান প্রিন্সেস লিলিবেট এবং প্রিন্স আর্চি। ডিউক অফ সাসেক্স হ্যারি যেন তাঁর মায়ের সঙ্গে কাটানো স্বপ্নের দিনগুলো আবার বাঁচলেন।

প্রত্যাবর্তন রাজ পরিবারে

জাপানের রাজকুমারি মাকো কোমুরোকে এখন ‘প্রাক্তন’ শব্দটি দিয়ে অভিহিত করা যেতেই পারে। একটা সময় আকিশিনো পরিবারের এই জ্যেষ্ঠ কন্যার অধিকার ছিল রাজ সিংহাসনে বসার। কিন্তু ২০২১ সালে জাপানের এই গৌরবান্বিত রাজপরিবার ত্যাগ করেন তিনি। কলেজের প্রেমিক কেই কোমুরোকে বিয়ে করতে চেয়ে। রাজপরিবারও নাছোড়। প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু মাকোকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে না পেরে রাজপরিবার থেকেই ত্যাজ্য করে দেওয়া হয় তাঁকে। এবং তিনি ‘সাধারণ’ জীবন যাপন শুরু করেন। কিন্তু এবার খেলা ঘুরেছে। মাকো কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জন্মের বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাপানের রাজপরিবার এখন সব জেনে গিয়েছে। এবার এই শিশুর হাত ধরে রাজ পরিবারে মাকোর প্রত্যাবর্তন হয় কি না, সেটাই দেখার।



■ প্রিন্সেস মাকো

রাজরানি



শুভশ্রী



■ আত্মবিশ্বাসী শুভশ্রী

ফোটো: দীপায়ন মজুমদার, **মেক আপ:** সৌরভ মিত্র, **হেয়ার:** গিনি, **স্টাইলিং:** সিজ়া বিশ্বাস, **ক্রাউন কার্টসি:** সিদ্ধেশ সিড



■ ছেলে ইউভান ও মেয়ে ইয়ালিনির সঙ্গে শুভশ্রী-রাজ

বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই ফোটোশুট নিয়ে আপনার কমিটমেন্ট, ইনভলভমেন্ট মুগ্ধ করেছে আমাদের...

এই শুটটা নিয়ে সত্যিই খুব এক্সাইটেড ছিলাম। কারণ 'আনন্দলোক' আমার কাছে মায়ের মতো। আমাকে জন্ম দিয়েছে (২০০৬ সাল 'আনন্দলোক- নায়িকার খোঁজে' নামক ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার হাত ধরেই তাঁর ইন্ডাস্ট্রিতে আগমন)। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে ইমোশন একটু স্পেশ্যাল তো হবেই। তবে ইনভলভমেন্টের যে কথা বললেন, সেটা আমার প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রেই থাকে। এভাবে কাজ করতে ভালবাসি। এই উত্তেজনা যেদিন হারিয়ে যাবে, সেদিন হয়তো আমিও হারিয়ে যাব!

'অলরাউন্ডার'। এই শব্দটা শুনলে মাথার মধ্যে প্রথম কার ছবি ভেসে ওঠে?

ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে অনেক ক্রিকেটারের কথাই মাথায় আসে। তবে আমার মনে হয়, এই সমাজের প্রত্যেকটি মহিলাই আসলে এক-একজন অলরাউন্ডার। ভগবান তাঁদের সেভাবেই বানিয়েছেন। তাঁরা যেভাবে বাচ্চাদের সামলে, পরিবার সামলে, সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি... মানে বিছানার চাদরটাও প্রত্যেক দু'দিন অন্তর বদলানো হচ্ছে কিনা নজরে রেখে, কর্মক্ষেত্রেরও সমস্ত দায়িত্ব সামলান... রিয়েলি কমেন্ডেবল।

> যখন কাজের জন্য বাইরে বেরোই বা সিনেমার সেটে ঢুকি, তখন কিন্তু আমাকে মায়ের দায়িত্বটা আর পালন করতে হয় না। কারও বউ হতে হয় না, কারও বৌমার দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

আপনি একেবারে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে চলে গিয়েছেন। আমি যদি সেটাকে আর একটু জুম ইন করি, মানে আপনার উপর ফোকাস করি। একাধারে সু-অভিনেত্রী, গ্ল্যামারাস নায়িকা, সংসার নিয়ে অসম্ভব প্যাশনেট, দায়িত্ববান স্ত্রী ও বৌমা এবং সর্বোপরি, দুই ফুটফুটে সন্তানের যত্নবান জননী... এককথায় 'অলরাউন্ডার শুভশ্রী', কীভাবে সামলান এতকিছু?

আমার সুবিধেটা কী জানেন? ছোটবেলা থেকেই আই অ্যাম ভেরি ফোকাসড ইন মাই লাইফ। জীবনে মাত্র দু'তিনটে জিনিসই চেয়েছি, এবং তার পিছনে পড়ে থেকেছি। ভগবানের আশীর্বাদে যখন সেগুলো পেয়েছি, যথেষ্ট যত্ন করে রাখতেও শিখেছি। আর এই যত্নটাই হয়তো সবকিছু সুন্দর করে সামলে দিতে সাহায্য করে। তবে পরিবারের সাপোর্ট ছাড়া কোনও কিছুই সম্ভব নয়। একজন সফল নারী হতে গেলে এই সাপোর্টটা ভীষণ প্রয়োজন। যখন কাজের জন্য বাইরে বেরোই বা সিনেমার সেটে ঢুকি, তখন কিন্তু আমাকে মায়ের দায়িত্বটা আর পালন করতে হয় না। আমাকে কারও বউ হতে হয় না, কারও বৌমার দায়িত্ব পালন করতে হয় না। সেই দায়িত্বগুলো আমার পরিবারের সকলে ভাগ করে নেয়। তাই কেউ যখন আমার কোনও অভিনয়ের প্রশংসা করেন, তখন তার পুরো ক্রেডিটটাই আমার পরিবারকে দিতে চাই। দুটো বাচ্চার মা তো, এই সাপোর্টটা না পেলে অনেক কিছুই করা সম্ভব হত না।

ইউভান-ইয়ালিনিকে বড় করে তোলার প্রসঙ্গে যে কথাগুলো আনন্দলোকের গত ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, সেই রিলগুলো কিন্তু সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকেই বলেছেন, 'পেরেন্টিং কনসালটেন্ট' হিসেবে আপনি স্বচ্ছন্দে আর একটা পেশা এক্সপ্লোর করতেই পারেন...

(হেসে) ও মাই গড! তবে কী জানেন,

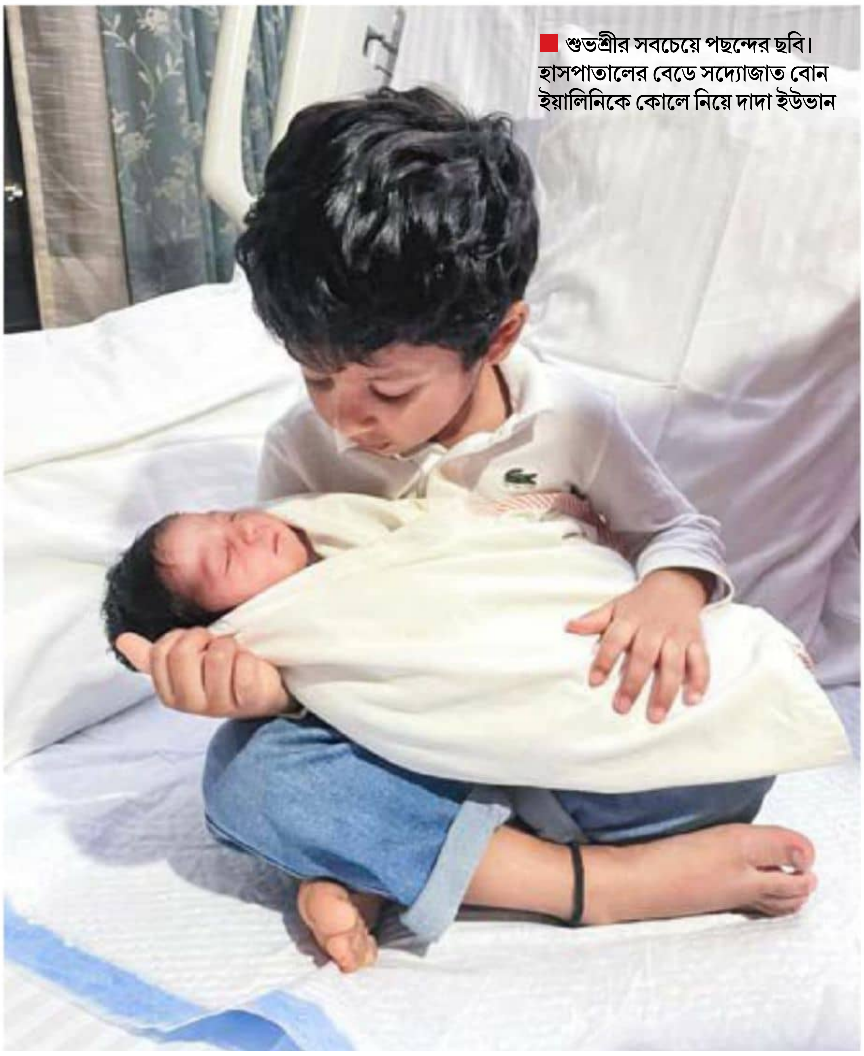
অনেক ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে, যারা সদ্য সাংবাদিকতার পেশায় এসেছে, তারা আমার কাছে আসে সেশন করতে! জানতে চায়, আমি কী করে এতটা পজ়িটিভ থাকি? বলে, 'এই জায়গাটায় থাকলে, তুমি কী করতে দিদি? আমাকে বলো, আমি সেটাই করব...' তাই তো আমার টিমের সদস্যরাও বলে, তুমি তো অনায়াসে সাইকোলজিস্ট হতে পারতে!

আচ্ছা, একথা কি সত্যি, ইউভানের জন্মের পর একটা দীর্ঘ সময় আপনি সাংঘাতিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন? মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে হয়েছিল? ঠিক কী হয়েছিল সেই সময়?

আসলে আমি পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন নিয়ে সেভাবে অবগত ছিলাম না। কেউ আমাকে এবিষয়ে সেভাবে বলেওনি। ইউভানের জন্মের আগে আমাকে সবাই শুধু হ্যাপি জ়োনগুলো সম্পর্কেই বলেছিল। শুধু হরমোনাল চেঞ্জেস তো নয়, বাচ্চা হওয়ার পর জীবনটা পুরোপুরি বদলে যায়! একটা মানুষ সাত-আট মাস নিজের সম্পূর্ণটা সন্তানকে দিয়ে দেয়। বাচ্চা কেঁদে উঠছে বলে সে খাবার ছেড়ে উঠে চলে যায়, ঠিক মতো ঘুমোয় না... 'সেলফ লভ' এই শব্দটাই সাত-আট মাসের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে যায়! সেটা আমারও হয়েছিল। তাই এখন যে-কোনও প্রেগন্যান্ট মহিলাকে দেখলে বলি, 'প্লিজ় টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ'।

আর একটু স্পেসিফিক করে যদি বলেন... মানে জানতে চাইছি, আপনি নিজে ঠিক কোন-কোন সমস্যাগুলো ফেস করছিলেন এবং কোন পয়েন্টে গিয়ে এই ডিপ্রেশনের ব্যাপারটা প্রথম রিয়ালাইজ় করলেন?

দেখুন, প্রথম সন্তানের জন্মের সময় তো আমি প্রায় কিছুই জানতাম না! বাচ্চা কেন কাঁদছে, তার কী সমস্যা হচ্ছে, এটাই বুঝতে পারতাম না। এরকমই একদিন ইউভান খুব কাঁদছিল। আমি ওকে ব্রেস্ট ফিড করাতে চাইছিলাম এবং ও ঠিকমতো সেটা করতে চাইছিল না। আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি ব্রেস্ট ফিডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিড করাতে না পারা মানে, সেটা কিন্তু মায়ের একটা খুব বড় মানসিক চাপ। ব্রেস্ট ফিডিংয়ের যে দায়িত্ব, সেটা ঠিকমতো করতে না পারলেই শুরু হয় অবসাদ। মনে হতে থাকে, 'এই কাজটা আমি পারছি না! তার মানে আমি বোধহয় ভাল মা নই।' এই যে গিল্ট জন্মায়... সেটাই ছিল প্রথম ধাপ। দ্বিতীয়ত, এই সময় স্বাভাবিক ভাবেই আমার অনেকটা ওজন বেড়ে গিয়েছিল।



শুভশ্রীর সবচেয়ে পছন্দের ছবি। হাসপাতালের বেডে সদ্যোজাত বোন ইয়ালিনিকে কোলে নিয়ে দাদা ইউভান



শুধুমাত্র স্ত্রী বা প্রেমিকা নয়, শুভশ্রী হতে চান রাজের পার্টনার



বাবা ও দিদির সঙ্গে শুভশ্রী

এমনিতে আমি বরাবরই খুব রোগা। কিন্তু মোটা হয়ে যাওয়ার পরে নিজেকে আয়নায় দেখতে কোনও অসুবিধে হত না। আসলে প্রেগন্যান্সির সময় ওটা নিয়ে ভাবিইনি। বাচ্চার জন্মের পর নিজের যে ওজন, সেটা নিয়ে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলাম না। যখন তখন পড়ে যেতাম। মানে, ঘরের মধ্যে হাঁটছি, হঠাৎ পা টুইস্ট করে বা ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেলাম! এদিকে ভাবুন, জীবনে প্রথমবার হাসপাতালেই গিয়েছি ইউভানের ডেলিভারির সময়। মানে আমি এতটাই ফিট। মনে আছে, ইউভানের বয়স তখন জাস্ট তিন মাস। একদিন আমি মাটিতে বসে আছি, কিন্তু তারপর আর নিজে নিজে উঠতে

পারছি না! আমাকে একটা কিছু ধরে উঠতে হয়েছিল। এই ঘটনাটা আমাকে মানসিক ভাবে ভীষণ আঘাত করেছিল। মাথার মধ্যে তখন চলছিল, 'কিছুদিন আগেও আমি ডেড লিফট করতাম, সেখানে আজ আমাকে কাউকে ধরে উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে!' এবং এই অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে আমার প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল। ইট ওয়াজ় রিয়েলি পেন ফুল। এখন যাঁরা যাঁরা এই সাক্ষাৎকার পড়ছেন, তাঁদের বলি, এটা ভয় পাওয়ার কোনও বিষয় নয়। ইটস আ ভেরি নর্মাল থিং। শুধু বলব, ডোন্ট ফরগেট টু টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। বাচ্চা হওয়ার পর, আমরা প্রথমে সেটাই ভুলে যাই।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের মোবাইল ফোন থেকে দূরে রাখাটা

> ইউভানের তখন তিন মাস বয়স, একদিন মাটিতে বসে আছি, কিন্তু তারপর আর নিজে নিজে উঠতে পারছি না! একটা কিছু ধরে উঠতে হয়েছিল। ঘটনাটা আমাকে মানসিক ভাবে ভীষণ আঘাত করেছিল। মাথার মধ্যে তখন চলছিল...

একটা চ্যালেঞ্জ, বিশেষত পোস্ট কোভিড টাইমে, অন লাইন ক্লাস, নানাবিধ কোর্স... আপনার দুই সন্তানই আবার কোভিডের পরেই পৃথিবীতে এসেছে। কীভাবে এই চ্যালেঞ্জটা সামলান?

নট ওনলি মোবাইল, আমার বাচ্চারা কিন্তু ট্যাবও দেখে না। ইয়ালিনির কথা ছেড়ে দিন, ও এখনও খুবই ছোট। ইউভানের বয়স পাঁচ বছর হল। কিন্তু এখনও ও জানে না, ট্যাব জিনিসটা কী। আমাদের ট্যাব আছে, কিন্তু রাজ ওটা অফিসেই রেখে আসে। বাড়ির বাইরে বা স্কুলে হয়তো ও কারও হাতে দেখেছে, বাড়িতে এসে বলল, 'মা ও তো মোবাইলে গেম খেলছে।' আমি বলেছি, 'ও খেলছে, সেটা ওর বাবা-মায়ের ডিসিশন। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা তোমার চোখের জন্য ভাল।' ওকে আমি বোঝাই। ও বোঝে।



ফোটো: দীপায়ন মজুমদার, **মেক আপ:** সৌরভ মিত্র, **হেয়ার:** গিনি, **স্টাইলিং:** সিজ়া বিশ্বাস, **ক্রাউন কার্টসি:** সিদ্ধেশ সিড





‘চ্যালেঞ্জ’-এর শুটিংয়ে দুবাইতে দেবের সঙ্গে



রাজের চোখে ধরা পড়ে শুভশ্রীর ‘অভিনেত্রী’ রূপ। তারপর তিনি হয়ে ওঠেন ‘পরিণীতা’র ‘মেহুল’

আসলে বাচ্চাদের জোর করে কিছু করানো যায় না। ওদের সঙ্গে বড়দের মতো করেই কথা বলতে হবে। এবং একটা কারণ বলতে হবে, কেন আপনি এটা করতে বারণ করছেন। দেখবেন, তাহলেই আপনার কাজ সহজ হয়ে যাবে। ইউভান টিভি দেখে। কিন্তু সারা দিনের জন্য ওর স্ক্রিন টাইম ঠিক করা আছে মোট একঘণ্টা। সেটাও আধ ঘণ্টা করে দুটো স্লটে বিভক্ত। জানি না, এটা কতদিন ধরে রাখতে পারব, তবে পাঁচ বছর পর্যন্ত পেরেছি, এটাই অনেক বড় ব্যাপার।

এতগুলো অবতার সামলাতে গিয়ে কখনও ক্লান্ত লাগে না? মনে হয় না, এবার একটু ‘মি টাইম’-এর খুব প্রয়োজন?

হ্যাঁ, কেন মনে হবে না! তবে আমি জীবনে যে-যে রোলগুলো প্লে করি, যা-যা করি, সেগুলো কিন্তু আমার নিজেরই ইচ্ছে। কেউ আমার উপর চাপিয়ে দেয়নি। তাই এই রোলগুলো প্লে করতে আমার খুব ভাল লাগে। আমাকে যদি ‘মি টাইম’ উপভোগ করতে হয়, তাহলে আমি বাড়ির সকলকে আরও বেশি করে ডাকি, বাবা-মা, দিদি, শাশুড়ি, ননদরা... আরও বেশি করে একসঙ্গে সময় কাটাতে চাই। এমনিতে আমি গল্পের বই পড়তে ভালবাসি। তবে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, রাজের সঙ্গে গল্প করতে। ‘মি টাইম’ নয়, আমি আনন্দ পাই ‘উই টাইম’-এ।

২০০৬ সালে 'আনন্দলোক-নায়িকার খোঁজে'-তে অডিশন দিতে আসা বর্ধমানের সেই সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া মেয়েটিকে আজ নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পান?

দেখুন, মফস্‌সল থেকে কলকাতার মতো বড় শহরে আসার সময় আমি কিছু ভ্যালু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। সেটা কিন্তু এখনও হারিয়ে যায়নি। যেমন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করি না। আমার কাছে জীবনের নীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কী চাই, আমার কাছে সেটা ছোট থেকে ক্লিয়ার, এখন তো আরও বেশি। আমি যখন বর্ধমান থেকে আনন্দলোক-এর নায়িকার খোঁজে-তে বিজয়ী হয়ে কলকাতায় আসি, তখন আমাকে অনেকে অনেক কথা বলেছিল। কেউ বলেছিল, ফিল্মি পার্টিগুলোতে যেতে হয়, পিআর করতে হয়... কিন্তু আমাকে কেউ কোনওদিন কোনও পার্টিতে দেখেনি। কারণ ওই পার্টিগুলো আমাকে কখনও টানেনি। মনে হয়েছিল, এগুলো না করলে যদি আমার কাজ না থাকে, থাকবে না! আজও সেটাই মনে হয়।

> কেউ-কেউ বলেছে, ফিল্মি পার্টিগুলোতে যেতেই হয়, পিআর করতে হয়... কিন্তু আমাকে কেউ কোনওদিন কোনও পার্টিতে দেখেনি। কারণ ওই পার্টিগুলো আমাকে কখনও টানেনি।

এত পরিবর্তনের মাঝেও একটা জিনিস কিন্তু এক থেকে গিয়েছে, সেটা হল আপনার কনফিডেন্স। কী মনে হয়, এটাই আপনার সাফল্যের সবচেয়ে মূল্যবান ভিত্তি? নাকি তার সঙ্গে ভাগ্যের উপরেও ভরসা রাখেন?

ডেস্টিনি তো ভীষণভাবে মানি। ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া কোনওকিছু হয় না, সেটা বিশ্বাস করি। ভগবান যে পথটা আমাকে দেখিয়েছেন, সেটার জন্য আমি সবসময় গ্রেটফুল থেকেছি। এই যে কনফিডেন্সের কথা বললেন বা আমার লড়াকু মানসিকতা— অনেক সময় এসেছে, অনেকে চেষ্টা করেছেন আমাকে দমিয়ে দিতে, আমার পরিবারেরও অনেকের মনে হয়েছে, কী হবে তাহলে এরপর— আমার কিন্তু কোনওদিন এসব মনে হয়নি। আমি কখনও কোনও পরিস্থিতিতে ভয় পাইনি। বরাবর মনে হয়েছে, এটা যদি না হয়,



ফোটো: দীপায়ন মজুমদার, **মেক আপ:** সৌরভ মিত্র, **হেয়ার:** গিনি, **স্টাইলিং:** সিজ়া বিশ্বাস



তাহলে আর একটা ভাল কিছু নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আনন্দলোক ৫০ বছরের বিশেষ বইটি করতে গিয়ে আমারই করা আপনার একটা পুরনো ইন্টারভিউ পেলাম (২০১৩), যখন আপনি ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’-এর প্রায় চার বছর পর কাজে ফিরছেন ‘মেঘ রোদ্দুর’ দিয়ে। আপনি বলেছিলেন, মাঝের এই সময়টাই আপনাকে গড়েছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, ‘ব্যক্তিগত সম্পর্ক’র কারণে নিজের জীবনের অন্যতম সেরা সময়ের চারটে বছর নষ্ট হয়েছিল? যার জন্য এই অভিমান, তিনি (পড়ুন, দেব) তো নিজের কাজ ঠিক করে গিয়েছেন সেসময়...

আমি আমার লাইফের কোনও কিছু নিয়েই রিগ্রেট করি না। জীবনের প্রত্যেকটা এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আমি খুশি। আই অ্যাম থ্যাঙ্কফুল টু গড, যিনি আমাকে এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই এখন আবারও বলব, ওই চার বছরের বিরতিটা আমার জন্য খুবই দরকার ছিল। না হলে আজকের এই মানুষটা আমি কখনও হতে পারতাম না। জীবনে খারাপ সময় না এলে, আমরা ভাল সময়ের মূল্যই তো বুঝি না। ফেলিওর না থাকলে, সাকসেসের মজা সত্যিই উপভোগ করা যায় না। তবে কী জানেন, ওই চার বছরের সব কথা আমার মন থেকে জাস্ট মুছে গিয়েছে।

বাবার উপরে অভিমান মিটেছে? কারণ আপনি অভিনেত্রী হতে চেয়ে কলকাতায় চলে আসার পর সাপোর্ট করা তো দূরের কথা, তিনি

> ‘পরাণ যায়’ যখন সুপারডুপার হিট হয়, তখন বাবা আমার এই প্রফেশনে আসাটা অ্যাকসেপ্ট করে। ‘চ্যালেঞ্জ’-এর সাফল্যকেও বাবা ভেবেছিল ফ্লুক! আর অভিমানের কথা বললেন না, আমি...



■ ‘অভিমান’-এর সেটে জিৎ, সায়ন্তিকা, শুভশ্রী ও রাজ। এখান থেকেই শুরু প্রেমকাহিনি



■ ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীদের সঙ্গে জমজমাট আড্ডা! বরাবরই পছন্দ করেন শুভশ্রী-রাজ

আপনার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি প্রথম দু’-তিন বছর!

দু’বছরের অনেক বেশি। ‘পিতৃভূমি’, ‘বাজিমাত’, তারপর ‘চ্যালেঞ্জ’-এর সাফল্য এবং তারপর ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’— এই ‘পরাণ যায়’ যখন সুপারডুপার হিট হয়, তখন বাবা আমার এই প্রফেশনে আসাটা অ্যাকসেপ্ট করে। ‘চ্যালেঞ্জ’-এর সাফল্যকেও বাবা ভেবেছিল ফ্লুক! আর অভিমানের কথা বললেন না, আমি ওটাকে ‘চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে নিয়েছিলাম। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমার ভাল লাগে। তবে মা ও দিদি আমাকে খুব সাপোর্ট করেছিল, প্রথমদিন থেকে।

এই যে আপনার উপর বাবার ভরসা না রাখা... কথাটা কি আজ কখনও কোনও প্রসঙ্গে ওঠে?

না, না। বাবার বয়স হয়েছে। এসব কথা উঠলে কষ্ট পাবে। তাই এই প্রসঙ্গটা তোলাই হয় না। তবে এখন আমার সাফল্য নিয়ে বাবার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ নয়।

‘অভিমান’ শব্দটার কিন্তু একটা মারাত্মক ইমপ্যাক্ট আছে আপনার জীবনে, তাই না? কারণ ২০০৮-এ ‘চ্যালেঞ্জ’-এর মুক্তির পর পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে পরবর্তী আট বছরে আট বার দেখা হয়েছে

কিনা সন্দেহ! কিন্তু সেখানে ২০১৬ সালে 'অভিমান'-এর শুটিং করতে গিয়ে 'কোথা থেকে কী হইয়া গেল', বোঝা গেল না। আপনারা বিয়ে করে ফেললেন! ঠিক কী হয়েছিল 'অভিমান'-এর সেটে?
প্রেম হয়েছিল (হাসি)। ডেস্টিনি আমাদের মিলিয়ে দিয়েছিল। এভাবে 'অভিমান' দিয়ে প্রেম হবে, সেটা আমরা কেউ ভাবিনি। আসলে 'চ্যালেঞ্জ'-এর ওই লেভেলে সাফল্যের পর আট বছর আমার রাজের সঙ্গে না কখনও কাজের সুযোগ হয়েছে, না কখনও বসে আড্ডা দেওয়ার... ইন ফ্যাক্ট, দেখাও প্রায় হত না! কিন্তু ওই যে ডেস্টিনি! তবে 'অভিমান'-এর শুটিং চলাকালীন কিন্তু আমাদের কোনও প্রেম হয়নি। হ্যাঁ, বন্ধুত্বটা খুব গভীর হয়েছিল। আমি, সায়ন্তিকা, রাজ... খুব ক্লোজ় হয়ে পড়ি। আমরা খুব আড্ডা দিতাম। সেই আড্ডায় জিৎদাও থাকত। ছবির কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই মিলে থাইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলাম, মনে আছে। সেখানেও আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমরা দু'জনেই রিয়েলাইজ় করলাম... সামথিং ইজ় বিটুইন আস!

আর এই 'অভিমান'-এর সেটেই তো পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর 'অভিনেত্রী' শুভশ্রীকে আবিষ্কার করা, তাই না?
এটাই তো প্রেম! আমার মনে হয়, মানুষের ভিতরে কী ট্যালেন্ট লুকিয়ে আছে, সেটা যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে তার চেয়ে বড় প্রেম আর কিছুই হতে পারে না।



ফোটো: দীপায়ন মজুমদার, মেক আপ: সৌরভ মিত্র, হেয়ার: গিনি, স্টাইলিং: সিজ়া বিশ্বাস

> মানুষের ভিতরে কী ট্যালেন্ট লুকিয়ে আছে, সেটা যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে তার চেয়ে বড় প্রেম আর কিছুই হতে পারে না। রাজ বলেছিল, 'গানের প্রত্যেকটা বিটে যে এক্সপ্রেশনটা দিস, সেটা ভাল অভিনেত্রী ছাড়া...'

রাজ বলেছিল, 'গানের প্রত্যেকটা বিটে তুই যে এক্সপ্রেশনটা দিস, সেটা ভাল অভিনেত্রী ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। অভিনয়ে মন দিস না কেন?' তখন আমাকে 'তুই' করেই বলত। আমি বলেছিলাম, 'আমাকে বড় পার্ট দিয়ে তো দেখো'! তারপরেই ঘটল 'পরিণীতা'।

'পরিণীতা', 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর শুভশ্রীর সঙ্গে 'চ্যালেঞ্জ' বা 'পরাণ যায়'-এর শুভশ্রীর মূল তফাতটা কী?
আগে মিলটা বলি। সফল অভিনেত্রী হওয়ার যে আগুনটা 'চ্যালেঞ্জ'-এর সময় ছিল, সেটা 'পরিণীতা' করার পর আরও বেড়েছে। তফাত হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের। তখন স্ক্রিপ্ট পড়ে শুধু ডায়লগ বলে দিতাম, পরিচালক যেভাবে বলতেন সেভাবে। কেন ডায়লগটা এভাবে বলব বা কেন ওভাবে বলব না, সেটা নিয়ে ভাবতাম না। ক্যামেরা সম্পর্কেও কোনও ধ্যান-ধারণা ছিল না। এখন জানি, আলোটা কীভাবে নিতে হয়, ক্যামেরা কীভাবে ফেস করতে হয়... এগুলো সবই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে শিখেছি। তবে 'পরিণীতা'র পর শিখেছি, একটা চরিত্রকে কীভাবে জন্ম দিতে হয়।

আচ্ছা, রাজ-শুভশ্রীর সম্পর্কটা ঠিক কী রকম? টিপিক্যাল হাজ়বেন্ড-ওয়াইফ টাইপ, নাকি অনেকটা ভাল বন্ধু? যার কাছে অকপটে সবকিছু শেয়ার করা যায়?
আমরা খুব ভাল বন্ধু। আমরা নিজেদের মধ্যে সব কিছু শেয়ার করতে পারি। আবার অনেক কিছু শেয়ার করার দরকারও পড়ে না। ইটস নট নেসেসারি যে, আমাকে রাজের জীবনের সব কথা জানতেই হবে বা আমাকেও সব বলতে হবে। ওকে আমি এই স্পেসটা দিই, ও সেটা রেসপেক্ট করে এবং উল্টোটাও সত্যি। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে আমরা এক কাপ করে কফি নিয়ে বসি এবং সেলফ অ্যানালাইজ় করি। একসঙ্গে থাকলে, এক থেকে দেড় ঘণ্টার এই সেশনটা আমাদের রোজ হয়। একটা সাইকোলজিক্যাল-ফিলোজ়ফিক্যাল ডিসকাশন— উই ডোন্ট ডিসকাস অ্যাবাউট পিপল। উই ডিসকাস অ্যাবাউট লাইফ। আলোচনা করি, আমরা আরও ভাল মানুষ কীভাবে হতে পারি। ফোনের সফটওয়্যার আপডেট করার মতো।

কারণ একজন ব্যক্তি যদি মানুষ হিসেবে ভাল হয়, তাহলে তার বাকি সব কিছু আপনা-আপনিই ভাল হবে।

আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়?
অফকোর্স হয়। এবং অধিকাংশ সময়ই তার মূল কেন্দ্রে থাকে আমাদের বাচ্চারা। তারা কী পরবে, কী খাবে... এই সব। তবে চিৎকার-চেঁচামেচি আমাদের মধ্যে কখনও হয় না। আসলে আমি শুধু রাজের বৌ বা প্রেমিকা হতে চাই না, চাই ওর পার্টনার হতে। দিনের শেষে যার কাছে ফিরে ও শান্তিতে ঘুমোতে পারবে, কোনও কমপ্লেন থাকবে না। থাকবে সাপোর্ট। তাই বলে কি কোনও সমালোচনা থাকবে না? সেটাও থাকবে। দেখুন, রাজনীতিতে আসার পর তো অনেক কিছু আরও বদলে গিয়েছে। এই যেমন ওর জন্মদিনের দিন ওকে অনেকটা সময় নিজের কেন্দ্রে (ব্যারাকপুর) থাকতে হয়। কারণ এত মানুষ আসেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। এই যে আমাদের সঙ্গে কাটানোর সময়টা অন্য কোথাও চলে গেল, এটা নিয়ে আমার ঝগড়া করাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আই অলওয়েজ় চুজ় আ ডিফিকাল্ট পাথ। আই অলওয়েজ় সাপোর্ট মাই পার্টনার।

রাজ চক্রবর্তীর মতো একজন ক্যারিজ়মেটিক পুরুষের স্ত্রী হিসেবে এই যে সকলে আপনাকে এতটা হিংসে করে, সেটা মন খুলে উপভোগ করেন, নাকি আশঙ্কাতেও থাকেন?
আমরা জীবনটাকে যেভাবে দেখি, উপভোগ করি। অনেস্টলি স্পিকিং, এটা দেখে হয়তো অনেকে আমাদের ফেক বা ম্যানিপুলেটিভ ভাবে। কিন্তু আমরা জীবনটাকে সত্যিই এভাবে দেখি। আসলে আশেপাশের যাবতীয় কোলাহল আমাদের কানে মিউট করা থাকে। আমাদের চারপাশে এমন একটা শিল্ড তৈরি করা আছে, তাতে জানতেও পারি না, কে হিংসে করছে, কে কী বলছে! আর সমাজ মাধ্যমের ট্রোলের কথা যদি বলেন, তাহলে বলি, ইন্ডাস্ট্রির কে কী বলল, সেটাকেই পাত্তা দিই না তো ট্রোলাররা আরও দূরের গ্রহের প্রাণী। এমনিতে সমাজ মাধ্যমে কিছু পোস্ট করার পর, কমেন্টসও দেখি না।

কথায় বলে, ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি বন্ধু হয় না। একথা বিশ্বাস করেন?
বন্ধু সম্পর্কটা খুব গভীর। সেই সম্পর্কটা যে সবার সঙ্গে হবে, তার কোনও মানে নেই। এই যেমন আমি এবং আপনি। আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে এতবছর একসঙ্গে কাজ করছি, আমরা তো একে-অপরের বন্ধু! যদি আমি রাত তিনটেতে কোনও প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করি, আপনি কি আসবেন না আমার বিপদে? নাকি সেই ফোনটা আপনি করলে, আমি যাব না! কিন্তু আমরা তো রোজ নিজেদের মধ্যে কথা বলি না। ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু হওয়া মানে সবাইকে একেবারে স্কুল জীবনের মতো 'জিগরি দোস্ত' বানাতে হবে, তার কোনও মানে নেই। সেভাবেই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের একে-অপরের সঙ্গে হৃদ্যতা আছে, গেটটুগেদার হয়, আড্ডা দিই, দ্যাটস এনাফ।

সম্প্রতি মিমির সঙ্গে আপনার নাচের একটা ভিডিয়ো খুব ভাইরাল হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, আপনাদের মধ্যে কখনও কোনও বিবাদ ঘটেইনি! সম্পর্কের এই উন্নতির ক্ষেত্রে ইনিশিয়েটিভটা কার?
আমাদের মধ্যে কখনও কোনও বিবাদ

> আমরা জীবনটাকে যেভাবে দেখি, উপভোগ করি— অনেস্টলি স্পিকিং, এটা দেখে হয়তো অনেকে আমাদের ফেক বা ম্যানিপুলেটিভ ভাবে। কিন্তু...


'গৃহপ্রবেশ'-এর সেটে মায়ের কোলে ইউভান


বাবার আদরের ইয়ালিনি


'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' সিরিজ়ে শুভশ্রীর অভিনয় পেয়েছে বিপুল প্রশংসা

ছিল না। ওটা তো তৈরি করা হয়েছে। আর যে নাচের ভিডিয়োটার প্রসঙ্গে বলছেন, ওটা ছিল আমার আইডিয়া। ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত কোনও পারফরমেন্সের সময় সিনিয়রদের ট্রিবিউট দেওয়া হয়। আমি বলেছিলাম, আমি আমার সমসাময়িক ও জুনিয়রদের নিজের পারফরমেন্সটা ডেডিকেট করব। কনসেপ্টটা হল, মেয়েরা মেয়েদের সাপোর্ট করছে। কারও ছবি বেশি হিট, কারও কম, দ্যাট ডাজ়ন্ট ম্যাটার। আসলে সকলে একসঙ্গে সেলিব্রেট করছে, এটাই আসল। তাই তো ওই মুহূর্তটা এত সুন্দর হয়েছিল।

আচ্ছা, এই যে প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটা অকেশনে নিজেকে সুন্দর দেখানোর যে চাপ, সেটা কীভাবে সামলান?

কোনও জিনিস যদি জীবনে বেশি চাপ তৈরি করে, তাহলে সেটা জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াই উচিত। যে জিনিসটা তোমাকে খুশি করে, রিল্যাক্সড করে, সেটাই তুমি করো। সাজতে-গুজতে তো আমাদের সকলেরই ভাল লাগে, কিন্তু সেটা যদি তোমার উপরে চাপ তৈরি করে, তাহলে সেটা না করাই ভাল। এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। যেমন আমার কাজ না থাকলে, মেক আপ ছাড়া থাকতেই ভালবাসি।

> যদি ঠোঁট বা নাকে সার্জারি করিয়ে কারও কনফিডেন্স বাড়ে, পাঁচজন মানুষের সামনে তিনি নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে ধরতে পারেন, তার মধ্যে কোনও দোষ আমি তো দেখি না।

নিজেকে সুন্দর দেখতে সকলেই চায় এবং সেটা করতে গিয়ে অনেকেই কসমেটিক সার্জারি বা বোটক্স-এর দিকে ঝোঁকেন। কয়েকদিন আগে শর্মিলা ঠাকুরের একটা সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে যখন এই প্রসঙ্গ ওঠে, উনি বলেন, 'নিজেকে আর একটু বেশি সুন্দর না দেখালেই কি নয়?' এবিষয়ে আপনার মতামত কী?

ধরুন ছোটবেলা থেকে কেউ শুনেছে, 'ইস তোর ঠোঁটটা কত ছোট রে!' বা 'তোর নাকটা কী ভোঁতা!' যদি সেটা ঠিক করিয়ে কারও কনফিডেন্স বাড়ে, পাঁচজন মানুষের সামনে তিনি নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে



ফোটো: দীপায়ন মজুমদার, **মেক আপ:** সৌরভ মিত্র, **হোয়ার:** গিনি, **স্টাইলিং:** সিজ়া বিশ্বাস





■ আট বছর আগে, 'ধূমকেতু'র মহরতের দিন। অবশেষে ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৫-এর অগস্টে



ফোটো: সর্বজিৎ সেন

■ 'গৃহপ্রবেশ'-এর পোস্টার লঞ্চে (বাঁ দিক থেকে বসে) রাজ, আবীর ও জিতু কমল। (দাঁড়িয়ে) সোহিনী সেনগুপ্ত, প্রযোজক সমীরণ দাস, শুভশ্রী, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষ ও প্রসেনজিৎ

ধরতে পারেন, তার মধ্যে কোনও দোষ আমি তো দেখি না। তাছাড়া কোনও মানুষ জীবনের কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যাপার। সেখানে আমি কেউ নই, কাউকে জাজ করার। মানুষকে অসম্মান করা আমি সাপোর্ট করি না। এছাড়া যে-কোনও ধরনের অপরাধ, সেটা রেপ, ইভটিজ়িং বা আর যে-যে ধরনের অপরাধ আছে, সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। এর বাইরে আর যা আছে, এভরিথিং ইজ় অ্যাকসেপটেবল ফর মি।

সামনেই তো মুক্তি পেতে চলেছে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর ছবি 'গৃহপ্রবেশ'। ছবিটা নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কী?

খুব বেশিই প্রত্যাশা। অনেকদিন পর আমার একটা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। 'সন্তান'-এ তো আমার খুবই ছোট্ট একটা রোল ছিল। সেই অর্থে 'বাবলি'-র পরে এটাই বড় কাজ। আর এই ছবিটার পিছনে দীর্ঘদিনের একটা অপেক্ষা ছিল। আইডি (ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত) অনেকদিন ধরে বানাতে চাইছিল... কিন্তু কখনও প্রোডিউসর ব্যাক আউট করেছে, কখনও বা অন্য সমস্যা। একটা সময় ছবির শুটিং শুরুর চার মাস আগে আমি আইডি কে বলেছি, 'তুমি অন্য কাউকে নিয়ে নাও, আমি প্রেগন্যান্ট।' আইডি বলেছিল, 'না, ছবিটা করলে তোমার সঙ্গেই করব।' তারপর আমার বেবি হয়েছে, আমি রোগা হয়েছি, তারপর ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। আইডি এতদিন পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল... ছবিটা তাই আমার কাছে খুবই মূল্যবান। মনের খুব কাছের।

আরও একটা খুশির খবর, আট বছর অপেক্ষার পর 'ধূমকেতু' মুক্তি পাচ্ছে অবশেষে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে আপনি এবং দেব নাকি একসঙ্গে খুব বেশি প্রচার অনুষ্ঠানে যাবেন না?

'ধূমকেতু'র সময় নিশ্চয়ই আবার আনন্দলোক-এর মুখোমুখি বসব। তাই এই মুহূর্তে ছবিটা নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাইছি না। আসলে আমি নিজেই এখন বিষয়টা নিয়ে খুব একটা কিছু জানি না। কারণ এখনও ওটার মধ্যে আমি ঢুকিনি।

ভাল স্ক্রিপ্ট, ভাল পরিচালক এবং ভাল প্রযোজক সংস্থা যদি প্ল্যান করে, তাহলে দেব-শুভশ্রীর সুপারহিট জুটিকে কি আবারও বড় পর্দায় দেখার সম্ভাবনা আছে?

আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনও ছবিতে আমার চরিত্রটা কী, সেটা। চরিত্রটা যদি আমার পছন্দ হয়, তারপর বাকি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবব।

শেষ প্রশ্ন, বলা ভাল অনুরোধ... আপনার ভাল থাকার পাসওয়ার্ডটা যদি আনন্দলোকের পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করেন...

'ভাল থাকতে হবে', নিজেকে এই কথাটা প্রতিনিয়ত বলা। এটাই ভাল থাকার পাসওয়ার্ড। এটা আমি আমার বাচ্চাদের কাছ থেকে শিখেছি— ধরুন ইউভান ফোন দেখছে, আমি ওর হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিলাম। ও কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু এই কান্নাটা কি একসপ্তাহ ধরে চলবে? না, একদিন ধরেও ও কাঁদবে না। ও কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মুভ অন করে, অন্য একটা কিছু খুঁজে নেবে, যেটা ওকে আনন্দ দেয়। জীবনেও ঠিক এভাবেই মুভ অন করতে হবে।

খারাপ পরিস্থিতি থেকে 'মুভ অন' করাই যে শুভশ্রীর ভাল থাকার মূল মন্ত্র, এটা নিয়ে সত্যিই কোনও সন্দেহ নেই। শুধু মুখের কথায় নয়, নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন বারবার। পজ়িটিভিটি দিয়ে জয় করেছেন যাবতীয় প্রতিকূলতাকে। হয়ে উঠেছেন পরবর্তী প্রজন্মের ফ্রেন্ড, ফিলোজ়ফার ও গাইড।



ভানুদার স্মৃতি

একজনের অবদানের কথা তিনি জীবনে কখনও ভুলবেন না। তাঁর জন্যই মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি, ভানু বন্দোপাধ্যায়। আনন্দলোক-এর জন্য লেখা আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** ফিরলেন কৈশোর জীবনে, তাঁর প্রথম নাটকের অভিনয়ে। এবার **চতুর্থ পর্ব**

গত সংখ্যায় আমি আমার প্রেমজীবন আপনাদের সামনে খোলসা করেছিলাম। তাতে কোনও রাখঢাক করিনি। উত্তমদা হোক বা সর্বেন্দ্র, আমার জীবনের দু'জন পুরুষের কথা প্রায় সবই খোলাখুলিভাবে বলেছি। উত্তমদার কথা একাধিক পর্বে বলেছি, সর্বেন্দ্রর আরও কিছু গল্প বলা বাকি রয়েছে। তবে সেটা পরে হবে। আজ সেই মানুষটার কথা বলি, যাঁর অবদান আমার জীবনে অনস্বীকার্য। তিনি না থাকলে, আজ আমি এই

জায়গায় পৌঁছতেই পারতাম না। ওঁর সঙ্গে আমার রক্তের কোনও সম্পর্ক ছিল না ঠিকই, কিন্তু নিজের দাদাও বোধহয় তার বোনের জন্য এতটা করত না, যতটা উনি আমার জন্য করেছিলেন। মানুষটার নাম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভানুদার কিনে দেওয়া জুতো

আগেই বলেছি, আমার পানের মারাত্মক নেশা ছিল এবং এখনও আছে। মিষ্টি পাতার পান আমার বিশেষ পছন্দের। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটা পানের দোকান ছিল। স্কুলে যাওয়ার জন্য চার আনা হাতখরচ পেতাম। আমি বাসে-ট্রামে না উঠে, পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতাম আর ওই পকেটমানি দিয়ে প্রত্যেকদিন একটা করে পান খেতাম। প্রতিদিন দেখতাম, একজন উদ্ভট দেখতে লোক সেই পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে হাঁ করে দেখছেন। প্রথমদিকে আমার বিরক্তিকর লাগত। ভাবতাম, বাজে লোক একটা! তারপর একদিন আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বাঙাল মেয়ে, না?' আমি বললাম 'হ্যাঁ, আমার জন্ম বাংলাদেশে।' উনি বেশ খুশি হয়ে, হাসিমুখে বললেন, উনি নাকি একজন বাঙাল মেয়েকেই খুঁজছিলেন। একটা নতুন নাটকের জন্য। সেই সময় আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। ওঁকে বলি, বাবার অনুমতি নিতে। পরেরদিনই তিনি আমাদের বাড়িতে চলে আসেন বাবার সঙ্গে কথা বলতে। আমি তো নিশ্চিত ছিলাম, বাবা অনুমতি দেবেন না। কিন্তু কথায়-কথায় বেরোয় যে, উনি আমাদের আত্মীয়। আমার মেজদি ওঁর আপন মামী ছিলেন। আগে সেটা আমরা কেউ-ই জানতাম না। আসলে ইনিই ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই একটা কারণেই বাবা আর ওঁকে না করতে পারলেন না। ভানুদাও বাবাকে আশ্বাস দেন, আমি নাটক করলে সামান্য কিছু টাকা রোজগারও করতে পারব। পরেরদিনই ভানুদার সঙ্গে সেই নাটকের প্রযোজকের বাড়িতে গেলাম। চেতলায় সেই প্রযোজকের বিশাল বড় বাগানবাড়ি ছিল। সেখানেই ভানুদা নিয়ে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার পথে ভানুদা দেখেন যে, আমার পায়ের জুতো পুরো ছিঁড়ে গিয়েছে। আসলে সেই সময় আমাদের এমন আর্থিক অবস্থা যে, একাধিক জুতো কেনার সামর্থ্য ছিল না। একটাই জুতো ছিল, যেটা পরে স্কুলে যেতাম। সেটার অবস্থা খুবই খারাপ



ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনস্ক্রিন ও অফস্ক্রিন, দুই জায়গাতেই সাবিত্রীর সম্পর্ক ছিল জোরদার



উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের প্রথম দিকের দিনে

হয়ে গিয়েছিল। ভানুদা দেখে বললেন, ওই জুতো পরে তো ওখানে যাওয়া যাবে না। তারপর কাছেই একটা জুতোর দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাকে খুব সুন্দর এক জোড়া জুতো কিনে দেন। পরবর্তীকালে অনেক দামী জুতো কেনার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ভানুদার কিনে দেওয়া ওই জুতোটার মূল্য কেউ দিতে পারবেন না। আমি ওই জুতোটা অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম। যে নাটকের জন্য ভানুদা আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা ছিল 'নতুন ইহুদি'। পরিচালক ছিলেন আর এক প্রখ্যাত অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেদিন প্রযোজকের সামনে গিয়ে আমাকে কীভাবে অপদস্ত করা হয়, সেটা প্রথম সংখ্যাতেই বিশদে বলেছিলাম। সেই প্রযোজকের বেশ ভারী চেহারা ছিল, সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠস্বর। আমাকে দেখে মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত দুটো নেড়ে ভানুদাকে বলেছিলেন,



■ অনুপকুমারের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে সাবিত্রী

ক্রাউডের অংশ হিসেবে অভিনয় করছি। সেই ঘটনার পর প্রায় বছরখানেক কেটে গিয়েছে, হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে ভানুদার উদয় হল। অস্বীকার করব না, ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, ভানুদার প্রতি আমার একটা ভাল লাগা ছিল। ওঁর মধ্যে আমার প্রতি একটা স্নেহ উপলব্ধি করেছিলাম। তাই এতদিন পর আরও একবার ভানুদার মুখটা দেখে আনন্দ হয়েছিল। উনি বসে আমার বাবাকে বললেন, আরও একবার একটা নাটকের জন্য আমাকে নিয়ে যেতে চান। ওই একই নাটক, আবারও নতুন করে হবে। প্রযোজক সেই একই লোক। বাবা কিছু বলার আগেই আমি জোর গলায় বলে উঠি, আমি কিছুতেই ওই নাটকে অভিনয় করব না। যেখানে আমাকে ওরকমভাবে অপমান করা হল, সেখানে আমি আবার ফেরত যাব? হতেই পারে না! সেই সময় ভানুদা মাথায় হাত রেখে আমাকে

এই ঘটনার পর ভানুদা আর আমাদের বাড়িমুখো হননি। হয়তো লজ্জা থেকেই উনি আমার আর বাবার মুখ দর্শন করতে পারেননি...

'নাটকের মেয়ে দরকার বলে রাস্তা থেকে যাকে-তাকে ধরে আনবে! কানা-ল্যাংড়া-খোঁড়া-ভিখিরি, যে কাউকে নিয়ে আসবে নাটকে অভিনয়ের জন্য!' সেই মুহূর্তটা আমার কাছে যতটা লজ্জার ছিল, ভানুদার জন্যও ততটাই। কারণ উনি দায়িত্ব সহ আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই ঘটনার পর আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। ওখান থেকে হাত ধরে ভানুদা আমাকে আমার বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন ভানুদা না থাকলে আমি হয়তো বাড়িই ফিরতে পারতাম না। এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম।

অপমানের যোগ্য জবাব

এই ঘটনার পর ভানুদা আর আমাদের বাড়িমুখো হননি। হয়তো লজ্জাবোধ থেকেই উনি আমার আর বাবার মুখ দর্শন করতে পারেননি। অনেক বড় মুখ করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তো। আমি সেই সময় কিছু-কিছু নাচের শো আর সিনেমায় একটা বা দুটো দৃশ্যে



■ সাবিত্রীর মতে রেষারেষি কম, সৌমিত্র-উত্তমের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অনেকবেশি



■ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবির শুটিংয়ে

শান্ত করেন। বলেন, আমি যদি না যাই তা হলে ওদের কিছু যায় আসবে না, অপমানটা থেকেই যাবে। কিন্তু আমি গিয়ে ভাল অভিনয় করে যদি ওদের দেখিয়ে দিতে পারি, ওটাই হবে আমার পক্ষ থেকে ওদের প্রতি মোক্ষম জবাব। ভানুদা এও বলেন, এবার আর কোনও অডিশন হবে না, সোজা গিয়ে ওদের রিহার্সালে যোগ দেব। জানি না কেন, ভানুদার কথাগুলো আমার মনের ভিতরে গেঁথে যায়। ওঁর কথায় একটা অদ্ভুত কনভিন্সিং পাওয়ার ছিল। সেদিন আমি যদি ভানুদার কথা শুনে 'নতুন ইহুদি'র রিহার্সালে না যেতাম, তাহলে হয়তো আমার আর প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী হওয়া হত না! পরেরদিন আমি ভানুদার হাত ধরে আরও একবার সেখানে যাই এবং সেই প্রযোজক ওখানে থাকলেও, ওঁর দিকে না তাকিয়েই সোজা রিহার্সালে ঢুকে পড়ি। আমি শুধু ভাবছিলাম, যে প্রযোজক একবছর আগে আমাকে দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দিলেন, তাঁকে একবছরের মধ্যে ভানুদা কী বলে রাজি করালেন! মনে আছে, আমাকে একটা ছোট সিন দেওয়া হয় অভিনয়ের জন্য। আমার সিনটা শেষ হতে বাকি সকলে হাততালি দিতে থাকেন। আর ওই প্রযোজক চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার সামনে এসে দাঁড়ান। তারপর হাততালি দিতে-দিতে বলে ওঠেন, 'কেয়াবাত!' সেই শুরু। তারপর আমার কেরিয়ারের রথের চাকা ঘুরতেই থাকে। ধীরে-ধীরে আমি হয়ে উঠি আপনাদের প্রিয় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তবে এই পথ মোটেই মসৃণ ছিল না, অনেক চড়াই-উতরাই ছিল। সেইসব গল্পে পরে যাব।

অনেকেই উত্তমদা আর সৌমিত্রদার দ্বৈরথের কথা বলেন। আমি যেহেতু দু'জনকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি তাই এইটুকু বলতে পারি, প্রফেশনাল রাইভ্যালরি থাকলেও, বাস্তবজীবনে ওঁদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল।

আমার জীবনে একদিকে যেমন ভানুদা বড় দাদার মতো মাথায় ছাতা ধরে রেখেছিল, আর একদিকে উত্তমদা-সর্বেন্দ্রর মতো প্রেমিক জুটেছিল। ঠিক একইভাবে আর একজন মানুষ ছিলেন যাঁর আমার জীবনে অনেক অবদান ছিল। আর তিনি কিন্তু আপনাদের মহানায়ক উত্তমকুমারের চেয়ে কোনও অংশে কম কিছু ছিলেন না। তিনি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অনেকেই উত্তমদা আর সৌমিত্রদার দ্বৈরথের কথা বলেন। আমি যেহেতু দু'জনকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি, তাই এইটুকু বলতে পারি, প্রফেশনাল রাইভ্যালরি থাকলেও বাস্তবজীবনে ওঁদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তবে সেই বন্ধুত্বের মধ্যেও ছিল এক অন্য রসায়ন!

ক্রমশ...

ছবির প্রচার, শুট, সেলিব্রেশন... সবই চলছে জোরকদমে। সেলেব্রিটিদের দম নেওয়ার সময় নেই। আর তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী আনন্দলোক



১

২



৩





৪

৫





১

২

৩

৪

৫

৬

৭ কখনও ডায়েট চিট করে আইসক্রিমও খেয়ে থাকেন কার্তিক আরিয়ান

৮ অবসর সময়ে কফির কাপ হাতে সোনালি বেন্দ্রে









১১



৯ ছুটিতে গেলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। সঙ্গে রাহুল ও তাঁদের ছেলে সহজ

১০ নিজের একক অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় রূপম ইসলাম

১১ বাংলা ছবি ‘মৃগয়া’র আইটেম গান লঞ্চে পোজ় দিলেন সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

১২ ২৫ দিনের সেলিব্রেশনে কেকের সামনে টিম ‘আমার বস’

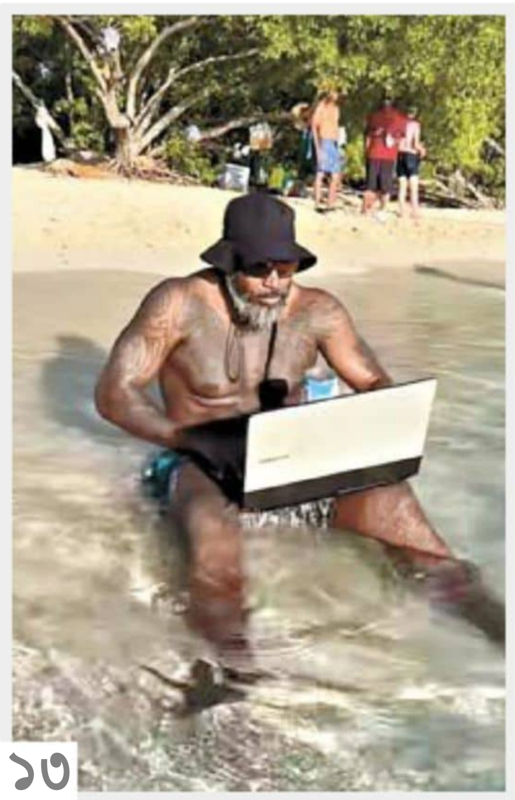


১৩ তিনি বরাবরই অন্যরকম। সমুদ্রসৈকতে ল্যাপটপে কাজ করছেন ক্রিস গেল

১৪ নতুন হিন্দি ছবি 'মা'র প্রচারে কাজল ও অজয় দেবগন

১৫ বাংলা ছবি 'গৃহপ্রবেশ'-এর ট্রেলার লঞ্চে মহেন্দ্র সোনি ও আবীর চট্টোপাধ্যায়





১৩

১৫



ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৪, ১৬
অনির্বাণ সাহা: ১
বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু: ১১
সর্বজিৎ সেন: ১৫



১৬

১৬ বাংলা ছবি ‘আপিস’-এর ট্রেলার লঞ্চে সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ও সন্দীপ্তা সেন

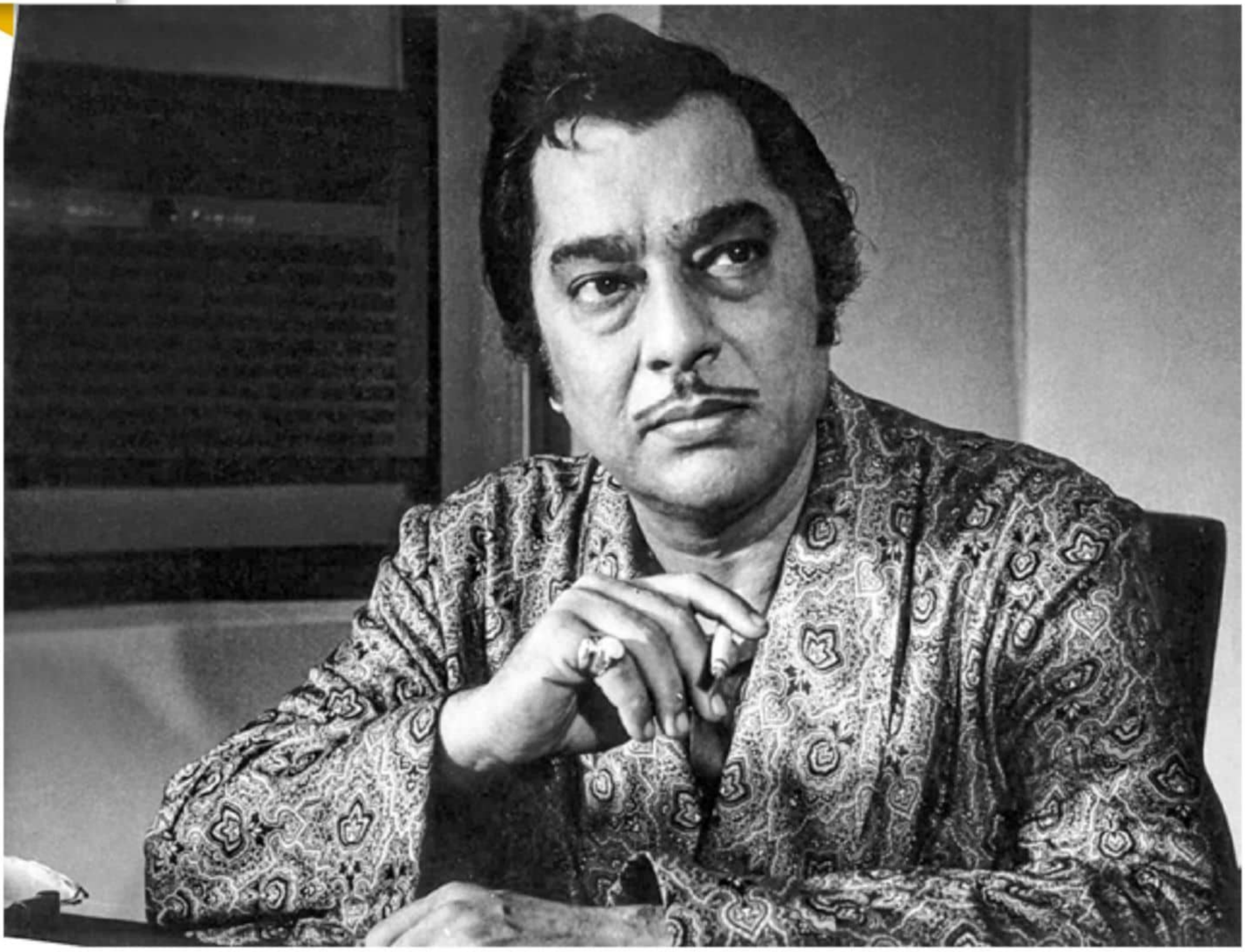
ে াকাস



PHOTOGRAPHY : SOUMYO SHUBHRA DAS
MUA : ARPITA DAS PATTANAYAK (MOB : 8240951446)

HAIR : ARIJIT SAHA
DRESS : RAHUL

AGENCY : THE ARISTRO
(MOB : 7686001051)



শীতল বটব্যাল থেকে হয়ে উঠেছিলেন প্রদীপকুমার

শতবর্ষে প্রদীপকুমার

বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় সমানতালে অভিনয় করে গিয়েছেন তিনি। পাঁচ-ও ছয়ের দশকে বাংলা থেকে মুম্বইয়ে গিয়ে প্রথম তারকা তকমা পেয়েছিলেন তিনি। প্রদীপকুমারের জন্মশতবর্ষে লিখেছেন **সায়ক বসু**

"নিজের সম্পর্কে বলতে গেলে কেমন যেন লাগে। কী-ই বা করেছি এই জীবনে যে বলব! ওই একটু আধটু অভিনয়... ব্যস। তবে একটা কথা, ওই নিন্দার ছলে স্তুতি বলে না? আমাকে কেউ কেউ বলেন, 'আপনাকে না রাজা বাদশার মতো দেখায়।' কথাটা খুব অপছন্দ আমার। কেন, রাজা বাদশার রোল ছাড়া আর কি কিছু করিনি আমি?"

অভিজাত পরিবার, তাই

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আক্ষেপটাই ছিল প্রদীপকুমারের। চলতি বছরে তিনি যখন জন্মশতবর্ষে পা দিলেন, তখন পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, সত্যিই তো করেছেন তিনি বিভিন্ন রকমের চরিত্র। 'গৃহদাহ' থেকে শুরু করে 'আনন্দমঠ', 'ঘুনঘট'-এর মতো ছবিতে নানা রকমের অভিনয়ের সাক্ষ্য রেখেছেন। এমনকি, দস্যু মোহন হিসেবেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু কী করা যাবে, আভিজাত্যপূর্ণ চেহারাই হোক বা অভিনয় গুণ, পাঁচ-ছয়ের দশকে তো হিন্দি সিনেমায় মোগল রাজারাজড়া হিসেবে তাঁকেই ভাবা হত! একের পর এক ছবিতে 'বাদশাহী' চরিত্রেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। 'আরব কা সওদাগর', 'শিরিন ফরহাদ', 'অপ্সরা', 'তাজ', 'আদল-এ-জাহাঙ্গীর', 'বাদশাহ', 'মালেকা-এ-আলম', 'নূরজাহান', 'নাগিন', 'আনারকলি'... আর কত নাম করা যায়। ফলে টাইপকাস্ট হয়ে যান। আর প্রথমদিকে সেসব নিয়ে আপত্তিও করেননি প্রদীপ। কারণ অভিনয় যে করতে পারছেন, এটাই তো তাঁর কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল চারের দশকে। আসলে ছেলের অভিনয়ে আগ্রহ থাকার ব্যাপারটা পিতা সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল যখন জানতে পারেন, তখন প্রাথমিকভাবে একেবারেই না করে দিয়েছিলেন। ভদ্র ঘরের ছেলে সিনেমা করবে



মধুবালার সঙ্গে তিনি করেছেন আটটি সিনেমা

পিতার অনুমতির অপেক্ষায়

বাবা অনুমতি দেওয়ার পর শীতল গিয়ে দেখা করেন সুদক্ষ আলোকশিল্পী এস মিত্রর সঙ্গে। তিনি আরও শিখতে বলেন। শীতল কলকাতার অরোরা স্টুডিয়োতে ক্যামেরার কাজ শিখতে শুরু করেন সহকারী হিসেবে। সেই সময়, মানে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত রংমহল, মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয়ও করতে শুরু করেন। তখন পিতার কাছে নিজেকে প্রমাণ করাই তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কী ভাগ্য, 'রংমহল' থিয়েটারে 'নতুন প্রভাত' নাটকে প্রদীপের অভিনয় দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন দেবকী কুমার বসু। এবং তাঁকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলেন। বাড়িতে তখন খুব আপত্তি। পিতার কথা অমান্য করেছে ছেলে! প্রদীপের ঢাল হয়ে তখন দাঁড়ান বাড়ির দু'জন। জামাইবাবু আর পিসেমশাই। দু'জনেই খুব উৎসাহ দিলেন। তার ফলশ্রুতি, সরোজ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'অলকানন্দা'তে সুযোগ পেলেন তিনি। পরিচালক দেবকী বসু। 'শীতল' ছেড়ে নতুন নাম নিলেন পর্দার জন্য, প্রদীপকুমার। ছবি মুক্তি পেল ১৯৪৭ সালে। এবং বিপুল প্রশংসিত হল ছবিটি।

কী? প্রদীপকুমারের জন্ম ১৯২৫ সালে। ভবানীপুরের সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়িতে। শীতল বটব্যাল নাম পেয়েছিলেন জন্মসূত্রে। ঠাকুরদা বিদ্যালঙ্কার উমেশচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাড়িতে ছিল পড়াশোনার পরিবেশ। প্রদীপ ছিলেন গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে ছেলে পড়াশোনা করে চাকরি করবে উচ্চপদে, সেটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত। আসলে বটব্যাল পরিবার ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত, গোঁড়া, সংস্কারধর্মী। তাই সিনেমার মতো 'নিচু' পেশাকে নিচু চোখেই দেখত। কিন্তু শীতল ছোটবেলা থেকেই ভাল আবৃত্তি করতে পারে। চেহারাটা বেশ নাদুসনুদুস। স্কুলের মঞ্চে অভিনয় করে প্রশংসা ও পুরস্কার দুই-ই পেয়েছে। ফলে সে অভিনয় ছাড়া অন্য কিছু করবে এমনটা ভাবেইনি। ১৯৪০ সাল থেকেই মোটামুটি বাবাকে বোঝানোর পালা চলে। কিন্তু বাবা যখন দেখেন, ছেলে কিছুতেই মানছে না, তখন তিনি নিমরাজি হন। কিন্তু চাপিয়ে দেন বিরাট শর্ত। বলে দেন, 'সিনেমায় নামতে পারো, কিন্তু ক্যামেরার সামনে যাওয়া যাবে না। টেকনিশিয়ান হতে পারো।'



সুচিত্রা সেনের সঙ্গে 'গৃহদাহ' ছবিতে



স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে

মুম্বই যাওয়ার তাঁকে সাহায্য করেন পরিচালক হেমেন গুপ্ত। তাঁর হাত ধরেই হিন্দি সিনেমার জগতে প্রতিষ্ঠা পান প্রদীপ। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায়…

তারপর হেমেন গুপ্তের পরপর দু'টি ছবিতে প্রদীপকুমার প্রভাব বিস্তার করেন জনমানসে। 'ভুলি নাই' এবং '৪২'। তাছাড়া অভিনয় করলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবিতে। বলা যায়, 'দেবী চৌধুরাণী', 'স্বামী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সন্ধ্যেবেলার রূপকথা', 'অপবাদ', 'পলাতক' ছবির কথাও। এই বঙ্গে ধীরে ধীরে নাম হতে থাকে প্রদীপের।

হিন্দি সিনেমায় গমন এবং…

তারপরেই তিনি ঠিক করেন, মুম্বই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে যাবেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেন পরিচালক হেমেন গুপ্ত। তাঁর হাত ধরেই হিন্দি সিনেমার জগতে প্রতিষ্ঠা পান প্রদীপ। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের ফিল্মিস্তান সংস্থার সঙ্গে পাকাপাকিভাবে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। প্রদীপকুমার ছিলেন



বলিউডি সিনেমায় 'রাজা'র চরিত্রে কাস্ট করা হত তাঁকে

বাংলার প্রথম শিল্পী, যিনি মুম্বইয়ের সিনেমা জগতে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সেখানে মীনাকুমারী, মধুবালা, গীতা বালি, বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করতে শুরু করেন তিনি। 'আনন্দমঠ', 'আনারকলি' এবং 'নাগিন' ছবিতে অভিনয় করার পরেই তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সেইসময় বৈজয়ন্তীমালা ছিলেন তাঁর নায়িকা। তারপর মধুবালার সঙ্গে আটটি সিনেমায় কাজ করেছিলেন প্রদীপ। এগুলোর মধ্যে 'শিরিন ফরহাদ', 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া', 'ইহুদি কি লড়কি' এবং 'পাসপোর্ট' ভীষণ জনপ্রিয় হয়। ছয়ের দশকে এসে প্রদীপ ততটাও সাফল্য



■ মীনাকুমারী ছিলেন তাঁর পছন্দের অভিনেত্রী



■ 'অনারকলি' ছবিতে বীণা রাইয়ের সঙ্গে

রাজের সঙ্গে হাজরার পাইস হোটেলে দিনের পর দিন মাছ ভাতও খেয়েছেন। কিন্তু এত বন্ধু থাকা সত্ত্বেও শেষ জীবনে একাই থেকে গেলেন প্রদীপ। তিন কন্যা ছিল তাঁর, এক পুত্রও।



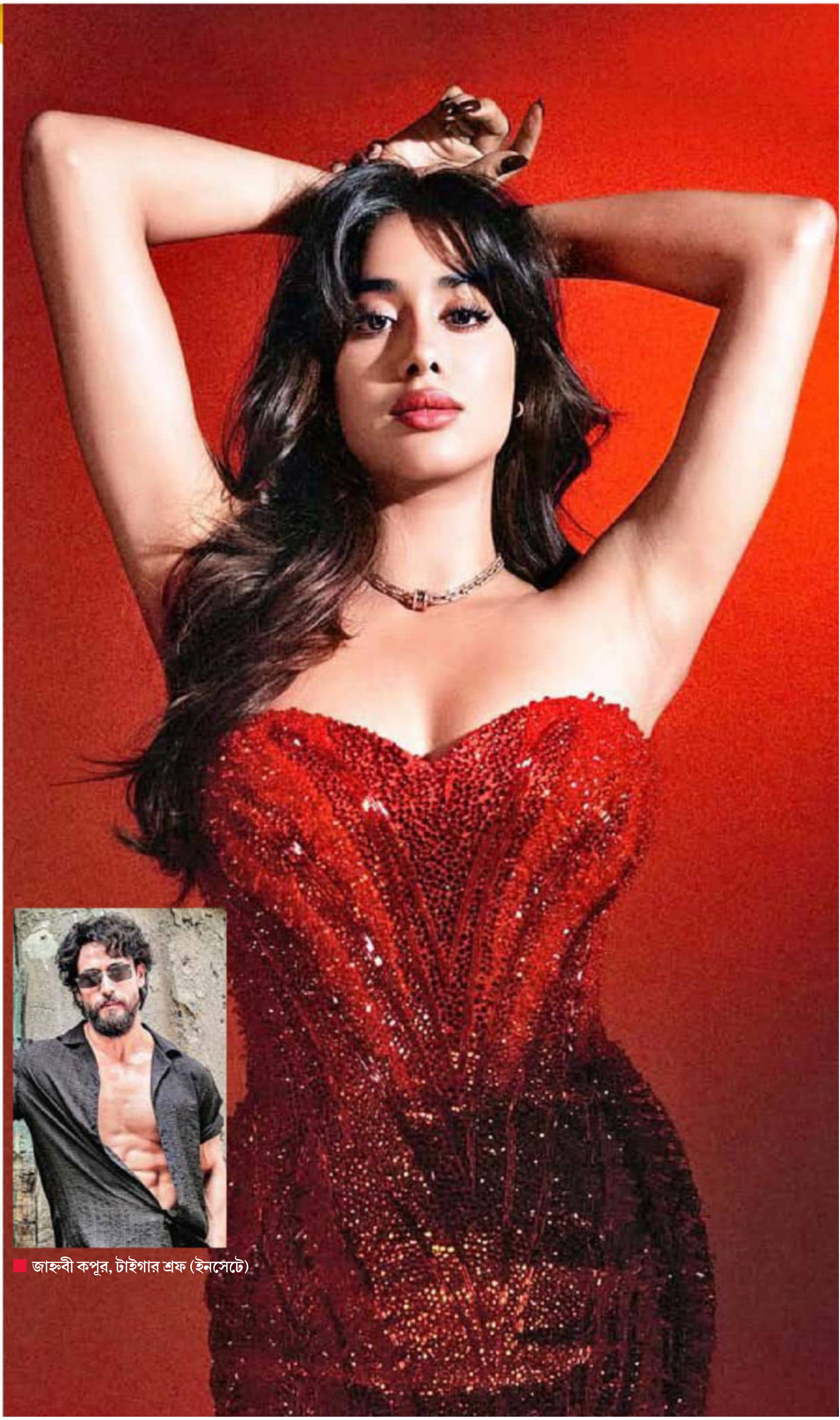
■ কন্যা বীণার সঙ্গে

পাননি। তবে হ্যাঁ, 'ঘুনঘট', 'আরতি' এবং 'তাজমহল' সফল হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, পাঁচ এবং ছয়ের দশকে যখন বেশিরভাগ নায়ক কোনও নির্দিষ্ট নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করতে দোলাচলে ভুগতেন, তখন প্রদীপ, মধুবালা এবং মীনাকুমারীর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গিয়েছেন। মধুবালার সঙ্গে ছবির কথা তো বললামই, মীনার সঙ্গেও সাতটি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। সারাজীবন নিজেকে ভদ্র অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন প্রদীপ। কিশোরকুমার এবং রাজ কপূরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রাজের সঙ্গে হাজরার পাইস হোটেলে দিনের পর দিন মাছ ভাতও খেয়েছেন। তিন কন্যা ও এক পুত্র ছিল তাঁর। তার মধ্যে বীণা তো হিন্দি টেলিভিশন ও সিনেমা জগতে অভিনয় করে নামও করেছেন। তবে স্ত্রী রোশনাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জীবন হয়ে ওঠে কঠিন। এত বন্ধু, সন্তানরা থাকা সত্ত্বেও শেষ জীবনে একেবারে একা হয়ে যান প্রদীপ। অসুস্থ হয়ে পড়েন। সন্তানরা কোনও যোগাযোগ না রাখায় কলকাতায় এক ভক্তের শরণাপন্ন হন। তাঁর ফ্ল্যাটেই জীবনের শেষদিন কাটে অভিনেতার। ২৭ অক্টোবর, ২০০১ সালে মৃত্যু হয় তাঁর।

এমন একজন অভিনেতার এরকম শেষ সত্যিই কষ্টদায়ক। আসলে প্রদীপকুমারকে মনে রাখলেন না অনেকেই। যে সমাদর পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাও পেলেন না, বিশেষ করে কাছের মানুষদের কাছ থেকে। তাই হয়তো আক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো, 'এমন কী-ইবা করেছি আমি!'

নতুন জুটি

বি-টাউনে এবার নতুন জুটি জাহ্নবী কপূর এবং টাইগার শ্রফ। এই প্রথম তাঁরা বড়পর্দায় একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন। করণ জোহর প্রযোজিত এবং রাজ মেহেতা পরিচালিত এই ছবিটির নাম রাখা হয়েছে ‘লগ যা গলে’। এটি মূলত দক্ষিণী ছবি ‘ডেডলি’র রিমেক। জুটি হিট হবে কিনা জানা নেই, তবে এরপর রোহিত ধওয়ান পরিচালিত আরও একটি ছবিতে তাঁরা জুটি বাঁধতে চলেছেন। রাজের ছবিটি প্রেমের হলেও, রোহিতের ছবিটি পুরোপুরি অ্যাকশন ঘরানার হতে চলেছে। টাইগার মানেই ছবিতে অ্যাকশন থাকে। কিন্তু ‘লগ যা গলে’-র জন্য পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন বরুণ ধওয়ান। বরুণের হাতে এখন একগুচ্ছ কাজ, তাই আপাতত এই ছবি থেকে পিছিয়ে এসেছেন তিনি। নায়িকা পছন্দ করেছেন প্রযোজক নিজেই। করণ জোহরের হাত ধরেই বলিউডে অভিষেক জাহ্নবীর। করণের সঙ্গে এটি তাঁর ছয় নম্বর ছবি।



জাহ্নবী কপূর, টাইগার শ্রফ (ইনসেটে)

ধোঁয়াশায় আমির

অভিনয় ছাড়ছেন আমির খান? এর আগেও একাধিকবার এ কথা শোনা গিয়েছে অভিনেতার মুখে। তবে অভিনেতা আমিরের প্রযোজক হিসেবে কাজ করতে কোনও বাধা নেই। মুক্তি পেতে চলেছে আমির খান অভিনীত ও প্রযোজিত নতুন ছবি 'সিতারে জ়মিন পর'। সেই ছবির প্রচারে এসে আমির খান আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, তিনি আর অভিনয় করবেন না। তাঁর অভিনীত আগামী ছবি 'মহাভারত'। আমির খানের কথায়, এটা তাঁর স্বপ্নের কাজ। সেই সঙ্গেই তাঁর সংযোজন, "এই 'মহাভারত' ছবিটির পর আমার নতুন করে বলার মতো কিছু থাকবে না!" তাই হয়তো অভিনয় জীবনে ইতি টেনে দেবেন আমির। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।



■ আমির খান

ভিকির চাহিদা তুঙ্গে

একাধিক ঐতিহাসিক ছবি, তথা ঐতিহাসিক চরিত্রে ভিকি কৌশলের অভিনয় প্রশংসনীয়। শেষ কয়েক বছরে নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছেন তিনি। ঠিক যেমন গুরু দত্তের আত্মজীবনীর জন্য প্রযোজনা সংস্থার প্রথম পছন্দ ভিকিই। গুরু দত্তের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর বায়োপিক বানাবে মুম্বইয়ের আল্ট্রা মিডিয়া প্রযোজনা সংস্থা। ওই সংস্থার এক কর্তা জানিয়েছেন, গুরু দত্তের চরিত্রের জন্য একেবারে যথাযথ ভিকি কৌশল। একমাত্র ভিকিই পারবেন, গুরু দত্তকে পর্দায় তুলে ধরতে। এর আগে ভিকি উধম সিংহ, স্যাম মানেকশ, সম্ভাজি মাহারাজের বায়োপিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।



■ দিলজিৎ দোসাঞ্জ

জোড়া ধমাকা

গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ এখন নায়ক হিসেবে সকলের মন জয় করছেন। চলতি মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে দিলজিৎ অভিনীত 'সর্দারজি থ্রি'। তবে এই মাসে জোড়া ধমাকা নিয়ে আসছেন তিনি। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে থ্রিলার ছবি 'ডিটেকটিভ শেরদিল'। আলি আব্বাস জ়াফর প্রযোজিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অর্থাৎ গোয়েন্দা হিসেবে দেখা যাবে তাঁকেই। জানা গিয়েছে, তাঁর চরিত্রটি হবে বেশ মজার। কিছু মাস আগেই বুদাপেস্টে ছবির শুটিং শেষ হয়েছে। দিলজিৎ ছাড়া এই ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বোমান ইরানি, চাঙ্কি পাণ্ডে, ডায়ানা পেন্টিকে।



■ ভিকি কৌশল



■ শর্বরী ওয়াঘ্

শর্বরীর নতুন ইনিংস

বলিউডে এখন নতুন সেনসেশন শর্বরী ওয়াঘ। অভিনয়ের পাশাপাশি এবার ফিট ইন্ডিয়ার মূল মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হল তাঁকে। দেশের কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। ফিট ইন্ডিয়ায় তরুণ প্রজন্মকে টানতে প্রচারের মুখ শর্বরী। তাদের আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে তাঁকে ওই বিশেষ অনুষ্ঠানে সাইকেল চালাতেও দেখা যায়। এরকম প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে বেশ খুশি শর্বরী। আগামী দিনে শর্বরীকে দেখা যাবে 'ডন থ্রি' ও স্পাই ইউনিভার্সের আগামী ছবি 'আলফা'য়।



দীপিকা... ঝুকেগি নহী

সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গার পুরুষতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

মেয়েরা ঝুঁকতে না চাইলে সমাজের খুব সমস্যা হয়। প্রায়শই খবরে প্রকাশিত হয়, পুরুষ অভিনেতারা লাফে-লাফে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, ‘ভুলভুলইয়া ২’-এর পর এক লাফে ১৫ কোটি টাকা থেকে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা চেয়ে বসেন কার্তিক আরিয়ান। এর আগে বারবার তিন খান, অক্ষয়কুমার এমন করে পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন, ‘কবীর সিংহ’-এর পর শাহিদ কপূরও বাড়িয়েছেন, ‘অ্যানিম্যাল’-এর পর রণবীর কপূর... তালিকাটা দীর্ঘ। কখনও যোগ্য পারিশ্রমিক না পেলে কাজ ফিরিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু মহিলারা এমন করবেন, এটা এখনও ভাবা যায় না। শ্রদ্ধা কপূর ‘স্ত্রী ২’-এর সাফল্যের পর ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ কোটি টাকা চাইলে অনেক প্রশ্ন ওঠে। একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শর্মিলা ঠাকুর বলেছেন, তাঁর সময়ে অমিতাভ বচ্চন এবং শশী কপূর বাদে কোনও পুরুষ অভিনেতা সময়ে সেটে আসতেন না। অভিনেত্রীরা মেকআপ করে রেডি হয়ে বসে থাকতেন সকাল আটটা থেকে। কিন্তু পুরুষ তারকা ঢুকতেন ১২টায়, কখনও দুটোয়। সেটা মেনে নেওয়াই চল ছিল। সেখানে মহিলারা শর্ত চাপাবেন কাজের সময়, দৃশ্য, ডাবিং নিয়ে, এটা পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রি ঠিক মেনে নিতে পারে না।

প্রথমবার মা হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এবং সাহসিকতা দেখিয়েছেন নিজের শর্ত চাপানোর। সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’ ছবিতে প্রভাসের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের জন্য (প্রথম ছবি ‘কল্কি’) জুটি বাঁধার কথা ছিল দীপিকা পাড়ুকোনের। মে মাসের শেষদিকে সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দেন, যেখানে লেখা ছিল, দীপিকা নন, তৃপ্তি দিমরি ‘স্পিরিট’-এর নায়িকা। তার পরের দিনই তিনি এক্স হ্যান্ডলে নাম না-করে লেখেন, ‘সিনেমা ছেড়ে দিতে হল বলে সিনেমার গল্প ফাঁস করে দেওয়াটা তোমার আসল চেহারা সকলের সামনে নিয়ে এল। ধিক্কার তোমার পিআর স্ট্র্যাটেজিকে।’ আসলে মুম্বইয়ের

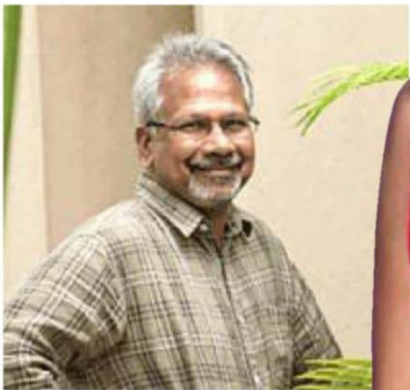


সন্দীপ তিরস্কার করেছেন দীপিকাকে

একটি নিউজ় পোর্টালে ‘স্পিরিট’-এর গল্পের কিছু খুঁটিনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সন্দীপের ধারণা, দীপিকা রাগের চোটে সিনেমার গল্প

মিডিয়ার কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন। এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত নয়।
এভাবেই গোপন সূত্র থেকে খবর, দীপিকার ‘অপেশাদার’ মানসিকতা নিয়ে বিরক্ত ছিলেন সন্দীপ। তাই তিনিই বাদ দিয়েছিলেন অভিনেত্রীকে। কারণ দীপিকা কিছু শর্ত দিয়েছিলেন। এক, তিনি দিনে আট ঘণ্টার বেশি শুট করবেন না। দুই, তিনি আলাদা করে তেলুগু সংলাপ বলবেন না। সংলাপ ডাব করাতে হবে। তিন, শুটিং শেডিউল ১০০ দিনের বেশি হলে তাঁকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। আর একটি কথাও শোনা যাচ্ছে যে, ছবির কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়ে দীপিকার আপত্তি ছিল। যাই হোক, দীপিকার এই ‘অপেশাদার’ শর্ত সন্দীপ মেনে নিতে

দীপিকা কিছু শর্ত দিয়েছিলেন। এক, তিনি দিনে আট ঘণ্টার বেশি শুট করবেন না। দুই, তিনি আলাদা করে তেলুগু সংলাপ বলবেন না। তিন, শুটিং...


মণি রত্নম সমর্থন করেছিলেন দীপিকাকে

পারেননি। কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন কোণ থেকে দীপিকার সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শিল্পীরা। প্রথমেই মণি রত্নম বলেছেন, দীপিকা যে ওয়র্ক-লাইফ ব্যালেন্সের কথা বলেছে এবং সুস্থ শিফ্টের দাবি করেছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি মণির সম্মান বেড়ে গিয়েছে। অজয় দেবগন এবং কাজল বলেছেন, অনেক পুরুষ তারকাই ছয় থেকে আটঘণ্টার বেশি কাজ করেন না। প্রযোজকরা সেই দাবি মেনে নেন। সেফ আলি খান বলেছেন, রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমন্ত সন্তানদের দেখে


দীপিকার পরিবর্তে ছবিতে তৃপ্তি এসেছেন


কাজল ও অজয় পক্ষ নিয়েছেন দীপিকার

তাঁর ভাল লাগত না। ফলে তিনি বেশিক্ষণ শুট করেন না। ছেলেমেয়েদের ছুটি থাকলে ব্রেক নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরতে যান। সেখানে একজন নতুন-মা যে সন্তানের দিকে নজর দিতে চাইবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক!
দীপিকা এর আগেও সঞ্জয়লীলা ভনসালীর ছবিতে সহ-অভিনেতা রণবীর সিংহের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন। রণবীর তাঁর সঙ্গী বলে হয়তো মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও এটা অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে। একজন মহিলা স্টার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলে, সহ-অভিনেতা হিসেবে তাঁর চেয়ে বেশি বা সমান স্টারডমের কাউকে কাস্ট করা সম্ভব হয় না। কমজোরি কোনও তারকাকে কাস্ট করতে বাধ্য হন পরিচালক-প্রযোজকরা (‘ডিয়ার জ়িন্দগী’-তে শাহরুখ আলিয়ার চেয়ে ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও ভুললে চলবে না, ছবিটি তাঁর নিজস্ব প্রডাকশন ছিল। এবং ছবিটির বক্সঅফিস সাফল্য নিশ্চিত করতে তিনি এগিয়ে আসেন)।
প্রায়ই পুরুষ তারকারা পরিচালককে দিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো দৃশ্যবদল করেন। স্ক্রিপ্ট বদলে দেন। নাচ এবং অ্যাকশনের দৃশ্যে ডামি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু দীপিকা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে আপত্তি জানিয়েছেন, তেলুগু সংলাপ বলতে চাননি বলে প্রশ্ন উঠেছে তাঁর ‘পেশাদারিত্ব’ নিয়ে। দীপিকার সাহসিকতা কি অভিনেত্রীদের নিজেদের মাটি আঁকড়ে লড়াইয়ের সাহস দেবে? নাকি আবারও পুরুষতন্ত্রের কাছে হেরে যাবে ইন্ডাস্ট্রির অভিনেত্রীরা?

HOLLYHO



■ ডাকোটা জনসন। (নীচে) ক্রিস মার্টিন



■ ভিন ডিজ়েল



■ জ্যাকি চ্যান



ডাকোটা ব্রেকআপের খবর ছড়িয়েছেন। সত্যি কোনটা, তার প্রমাণ দেবে সময়।







মিকি ম্যাডিসন। ইনসেটে সিডনি সুইনি

সুইনির বদলে মিকি

বৃহস্পতি তুঙ্গে মিকি ম্যাডিসনের। 'অ্যানোরা'র জন্য সেরা অভিনেত্রীর অস্কার জেতার পর মিকি রায়ান গসলিংয়ের বিপরীতে স্টার ওয়ার্স ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ছবি ফিরিয়ে দিয়েছেন। দেবেন না-ই বা কেন, পরপর কাজের অফার আসছে তাঁর কাছে। এডগার অ্যালান পো-র ভৌতিক গল্প 'দ্য মাস্ক অফ দ্য রেড ডেথ' অবলম্বনে যে ছবিটি তৈরি হচ্ছে, তার মুখ্য চরিত্র, যমজ বোনের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন সিডনি সুইনি। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই যমজ বোনের চরিত্রে এখন অভিনয় করছেন মিকি ম্যাডিসন। সিডনি সুইনির সঙ্গে পরিচালক চার্লি পোলিঙ্গারের ঝামেলা বাধায় নাকি শিকে ছিঁড়েছে মিকির ভাগ্যে। বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকলেই এইভাবে একটি কাজ ফেরালে উল্টো দিক থেকে অন্য ভাল কাজ আসে!











ফোটো: জাভেদ ইব্রাহিম
মেকআপ: কুণাল সাহা
পোশাক: অভিষেক দত্ত

এটা বলার পর আবার অনেকে বলেছেন, শুভর বাড়িতে একাধিক গৃহসহায়ক আছেন। আমিও বলছি, আপনার বাড়িতে গৃহসহায়ক রেখে এই পারফরম্যান্স করে দেখান। ইটস নেক্সট টু ইমপসিবল। ডেডিকেশন না থাকলে সম্ভব না। চেহারা কীভাবে ভেঙেছে, দেখেছেন? প্রতিটা গানে কী সুন্দর লাগছে!

প্র বর্তমান সময়ে রাজনীতি টলিউড ইন্ডাস্ট্রির ঐক্যের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলছে বলে মনে হয়?

আমার মনে হয়, ১৯৬৫-তেও রাজনীতি ছিল। ‘গুগাবাবা’ রিলিজ় নিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের বিশাল গণ্ডগোল হয়েছিল। উত্তমকুমার আটকে দিয়েছিলেন ছবির মুক্তি। শুক্রবার কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। পশ্চিমবঙ্গে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে শুতে যাওয়া অবধি আমরা রাজনীতি করছি, জেনে বা না জেনে।

প্র দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙার পর কাজে ফিরে যাওয়া কঠিন। আপনি নিজেকে কীভাবে সামলেছিলেন?

আমি শুধু নই, আমার প্রাক্তন পার্টনারও একই ভাবে ইমোশনালি জড়িয়ে ছিলেন এই সম্পর্কে। আমি কখনও বলিওনি এ ব্যাপারে, বলবও না। তবে আপনাকে বলি, শুভর কাছ থেকে শিখেছি মিথ ভাঙতে। সিনেমা বা কাজের জন্য সম্পর্ক ভাঙেনি আমাদের, দু’জনের বোঝাপড়ার অভাবে ভেঙেছিল। দাম্পত্যে সমস্যা যখন চলছিল তখন আমি ‘অপরাজিত’ করছিলাম। কাজে ফোকাস নষ্ট হলে ওই ছবি করা সম্ভব হত না। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জগৎ আমার কাছে আলাদা। এই দুই জগৎকে এক করার শক্তি শুভশ্রীর মতো শিল্পীর আছে, আমার হয়তো নেই।

প্র আবার প্রেমে পড়তে চান? সংসার করতে চান?

প্রেম তো আমি প্রত্যেকদিনই করি। সংসার করতে চাই কি না, বলা মুশকিল। মানুষের মন তো। প্রেম না জেনেশুনেই হয়।

প্র সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোল আপনার জীবনের অংশ। শ্রাবন্তীর সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল আপনাকে। উনি একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন যেখানে শিবের মুখের সঙ্গে লোকে আপনার সাদৃশ্য খুঁজে পান...

(হাসি) শ্রাবন্তী কেন শুধু, টিভির কোনও নায়িকাও হতে পারেন...যাঁর সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হোক না কেন, এটা আমার পেশারই অংশ। শাহরুখ খানের সঙ্গে কারও নাম জুড়ে দেওয়া হয় না? এখনও অমিতাভ বচ্চন ও রেখার ছবি নিয়ে ট্রোল হয়। এটা আমার পেশার অংশ। আমি কিন্তু রাগি না। সোশ্যাল সাইটকে আমি পেশাগত ভাবে হ্যান্ডেল করি। সেখানে ব্যক্তিগত ইমোশন থাকে না। আমার প্রোফাইলের পোস্টগুলো আমিই করি। আর পেজের পোস্ট আমার টিম দেখে। লেখাগুলো আমার, ভেবে লেখা। তবে লেখাগুলো ব্যক্তিগত জীবনের ছবি নয়।



■ ‘বাবুসোনা’র গানে জিতু-শ্রাবন্তী

প্র ‘অপরাজিত’-র সাফল্যের পর অনেকে বলতেন আপনার নাকি নাক উঁচু, সকলের সঙ্গে কথা বলেন না। এমন ইমেজ তৈরি হল কেন?

আমাকে স্নবিশ বলা হলে হোক না। আমার নাক এমনিতেই লম্বা, এর চেয়ে লম্বা হলে দেখতে খারাপ লাগবে! যে আমার সঙ্গে মেশেনি, তার মনে হতে পারে আমার অ্যাটিটিউড আছে। আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওরকম একটা ভাব আছে। আর আমি কাজে ব্যস্ত থাকলে যদি বলি অমুক ডেটে ইন্টারভিউ দিতে পারব না, তা অনেকেই নিতে পারেন না। সেই ইন্টারভিউয়ারদের মনে হয় আমি ইচ্ছে করে ডেট দিচ্ছি না! এক ইউটিউবার তো আমার নামে বলেই দিল আমি নাকি গলা ভারী করে বলেছি। আমাদের ছোট্ট ইন্ডাস্ট্রি। আমাকে কেউ ডিসরেস্পেক্ট করলে, একটা সময়ের পর আমি আর চুপ থাকব না।

স্টাফড পরোটা

প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

যে-কোনও ভারতীয় খাবারই নাকি তাঁর খুব পছন্দের। দেশ ছাড়লেও, ডায়েট চার্টে ভারতীয় খাবারই রাখেন **প্রিয়ঙ্কা চোপড়া**। অবশ্যই তা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে। প্রিয়ঙ্কার প্রিয় খাবারের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে স্টাফড পরোটা।



■ স্টাফড পরোটা



■ সাদা তেল



■ ক্যাপসিকাম



■ ময়দা

এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া বলেছিলেন, "ভাল খাবারই আমার কাছে সব কিছু"। খাবারের জন্যই আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি। অপেক্ষা করে থাকি সারাদিন আর কী-কী মেনুতে রয়েছে, তা জানার জন্য। ভারতীয় খাবার তিনি মিস করেন বিদেশের মাটিতে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে খাবার তালিকায় রাখেন বাড়িতে বানানো ভারতীয় খাবারই। যেমন, তাঁর পছন্দের তালিকায় রয়েছে স্টাফড পরোটা। দেখে নেওয়া যাক, সেই রেসিপি।



■ প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ (আটাও ব্যবহার করা যেতে পারে), সাদা তেল ১/২ কাপ, পেঁয়াজ ১টি, আলু ১ টি (সিদ্ধ করা), ক্যাপসিকাম-গাজর-মটরশুঁটি প্রয়োজন মতো, পনির ৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চামচ, গরম মশলা ১/২ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, চিনি অল্প পরিমাণে

প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে ময়দা, সাদাতেল ও লবণ মিশিয়ে নিতে হবে। অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দা মেখে একটি নরম ডো তৈরি করে নিতে হবে। তারপর সেটা কিছুক্ষণ ঢেকে রাখতে হবে। অপরদিকে কড়াইতে তেল দিয়ে একে একে সিদ্ধ করে রাখা আলু, ছোট করে কেটে রাখা সব্জি এবং গ্রেট করে রাখা পনির দিয়ে দিতে হবে। দিতে হবে সব মশলা, আটা বাটা এবং স্বাদমতো নুন ও চিনি। সব কিছু ভাল ভাবে মিশে গেলে এবং সবজি সিদ্ধ হয়ে গেলে, বুঝতে হবে স্টাফিং একেবারে তৈরি। এবার মেখে রাখা মণ্ড থেকে মাঝারি আকারের লেচি কেটে তাতে সবজির পুর দিয়ে বেলে নিতে হবে। তাওয়ায় অল্প করে তেল গরম করে ভাল করে ভেজে নিতে হবে পুরসহ পরোটা। সোনালি করে দু'পিঠ ভেজে নিলেই তৈরি স্টাফড পরোটা। পরিবেশন করা যেতে রায়তা, টক দই কিংবা গ্রিন চাটনির সঙ্গে।





অরিন্দম শীল ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

অরিন্দমের নতুন ছবি

নতুন ছবি তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তবে নিছক পরিচালক হিসেবে নয়, ছবিতে তিনি থাকছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর স্বামীর চরিত্রেও। ছবির নাম ‘কর্পূর’। গত সরকারের জমানার শিক্ষা দুর্নীতি এবং সেইসূত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অফ এগজ়ামিনেশন মনীষা মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান ছবির মূল বিষয়। ছবিতে সেই সময়ের শাসক দলের নামকরণ হয়েছে ‘নবজাগরণ পার্টি’। তাদের পতাকার রং কি লাল? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পরিচালক দেননি। নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের গল্প হলেও, তা এসে পড়বে বর্তমানের কাছাকাছি সময়েও। দীপান্বিতা রায়ের উপন্যাসের একটি ছোট্ট অংশই এই ছবির গল্পের আধার। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর চরিত্রটির নাম মৌসুমী সেন, পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার প্রধান। ব্রাত্য বসু অভিনয় করছেন লালবাজারের ওসি (হোমিসাইড) রাখহরি গোস্বামীর চরিত্রে। অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিতে এডিপি নিউজ়ের এডিটর। এবং এই ছবি দিয়েই বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন রাজনীতিবিদ কুণাল ঘোষ!





কুণাল ঘোষ ও ব্রাত্য বসু



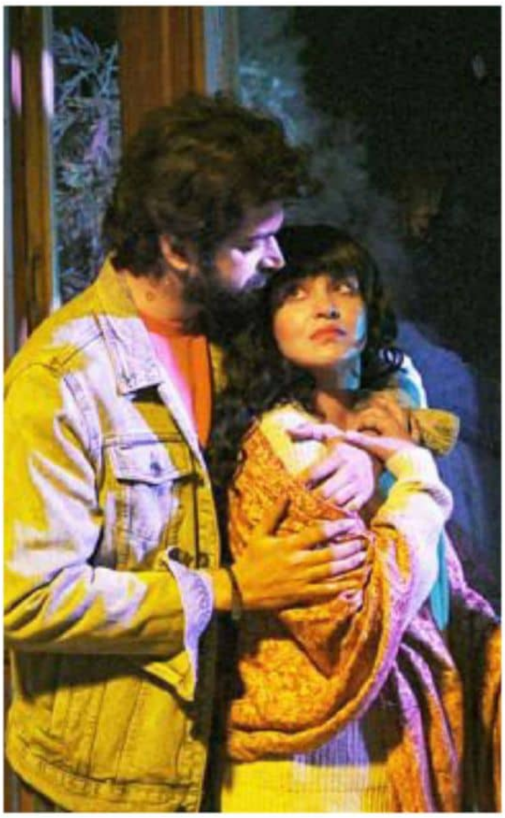
সুদেষ্ণা রায়

বন্ধ হয়ে গেল নতুন পরিচালক গিল্ড

খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে ফেডারেশনের সঙ্গে ক্রমাগত দ্বৈরথের চাপে শেষে বন্ধই হয়ে গেল ডিরেক্টরস গিল্ড (DAEI)। গিল্ড থেকে পদত্যাগ করলেন সুদেষ্ণা রায়, সুব্রত সেন সমেত ২ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ২ জন জয়েন্ট সেক্রেটারি ও চারজন ইসি মেম্বার। এর আগে শোনা গিয়েছিল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পরিচালকরা পুরনো পরিচালক গিল্ডে (EIMPDA) ফিরে গিয়েছেন। এবার আরও একাধিক শিল্পী যাওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ল। যদিও ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো বেশ কিছু পরিচালক এখনও ফেডারেশনের দাদাগিরির বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। অভিযোগ উঠছে, ভয় পাইয়ে, কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির জেরে নাকি পিছু হটেছেন পরিচালকদের একাংশ। কিন্তু মৌখিকভাবে কেউ কিছু স্বীকার করছেন না। এদিকে পুরনো পরিচালক গিল্ডের সঙ্গে নাকি বৈঠকও করেছেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস।

নতুন রহস্যে প্রিয়াঙ্কা-ওম

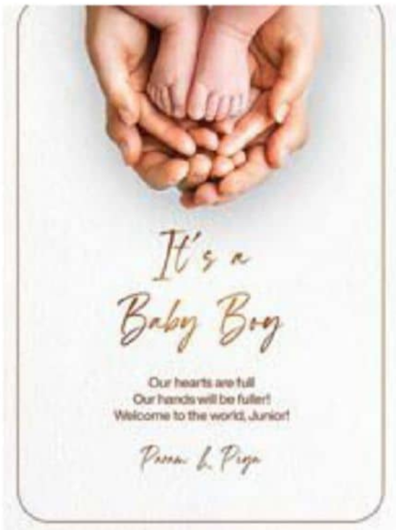
থ্রিলার ঘরানার ছবিতে জুটি বাঁধছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং ওম সাহানি। ছবির নাম ‘বৃত্ত রহস্য’। পরিচালনায় এক নবাগতা পরিচালক, তাপসী রায়। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির প্রথম ঝলক। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চলছে শুটিং। ছবির নামের মতোই গল্পে থাকবে রহস্যের বেড়াজাল। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষেই বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ছবিটি। “এটা বেসিক্যালি সায়েন্স ফিকশন জঁরের থ্রিলার বলা যায়। ছবির লুক অ্যান্ড ফিলটা কিন্তু খুবই ভাল লেগেছে আমার। তাকদা-তে শুট করেছি মূলত, কলকাতা ফিরে প্যাচওয়র্ক। তপতীদি খুব সর্টেড ডিরেক্টর। আশা করি, দর্শকের ছবিটি ভাল লাগবে,” জানালেন প্রিয়াঙ্কা।



প্রিয়াঙ্কা এবং ওম



■ পিয়া ও পরমব্রত



■ পরমব্রতর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট

অভিভাবক হলেন পরম-পিয়া

জামাইষষ্ঠীর দিন পরমব্রত-পিয়ার ঘরে এল নতুন সদস্য। পুত্র সন্তানের অভিভাবক হলেন তাঁরা। গত ফেব্রুয়ারিতে সমাজ মাধ্যমে খুশির খবর দিয়েছিলেন পরম-পিয়া। জানিয়েছিলেন, জুন মাসেই তাঁদের ঘরে আসছে নতুন সদস্য। সেই মতো একেবারে মাসের শুরুতেই একরত্তির আগমন। স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। কারণ জুন মাস তাঁর জন্মমাসও বটে। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত ছেলের উদ্দেশে তিনি জানান, ‘পৃথিবীতে তোমাকে স্বাগত, জুনিয়র’। বেশ কিছুদিন ধরেই পিতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন পরমব্রত। ঠিক করেছিলেন, সন্তানের জন্মের সময় পিয়ার সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য করবেন। তাই বাড়িতে থেকেই কাজ করছেন। ছেলেকে দেখাশোনার পাশাপাশি চলছে পড়াশোনা, স্ক্রিপ্ট লেখা। শুটিং বন্ধ রেখেছেন। আপাতত দু’মাস ছুটি নিয়েছেন তিনি।



■ ট্রোফি নিয়ে জিতেশ-বিরাট-রজতের ফোটোশুট



বিরাট কীর্তি

১৮ বছর পরে আইপিএল জিতলেন বিরাট কোহলি। সেই প্রথমদিন থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রয়েছেন তিনি। লিখেছেন **সায়ক বসু**

অনন্ত অপেক্ষার অবসানের বছর হয়ে দাঁড়াল ২০২৫ সাল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর লিগের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে পিএসজি। ক্রিস্টাল প্যালেস এফএ কাপ জিতেছে ১১৯ বছর পর। বিগ ব্যাশ লিগে হোবার্ট হ্যারিকেন জিতেছে ১৩ বছর পর। নিউ কাসল ইউনাইটেডের ভাগ্যে কারাবো কাপের শিকে

ছিঁড়েছে ৭০ বছর পর। আর এই সব দলের সঙ্গে আইপিএলের ১৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নাম জুড়ে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। আরসিবি। আর দেশের আসমুদ্রহিমাচল এই সাফল্যে যার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠল, তিনি বিরাট কোহলি। সেই ২০০৮ সাল থেকে আরসিবির হয়ে খেলছেন কোহলি। যুব ক্রিকেটার থেকে দেশের মহানায়ক হয়ে উঠেছেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে এখন কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে। এতদিন ধরে বহু ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। কিন্তু দল ছেড়ে যাননি। আরসিবি ফ্যানদের মত, বিরাটের রক্তে 'আরবিসি' (RBC) নেই, আরসিবি রয়েছে। তাই তো ২০২৫ সালের আইপিএল ফাইনালে পঞ্জাব কিংসকে ছয় রানে হারিয়ে ১৮ বছরের শাপমোচনের পর চোখে জল নিয়ে বিরাট স্পষ্ট বলে দিলেন, "১৮ বছর বড় দীর্ঘ সময়। আমি এই দলকে



উইকেট নেওয়ার আনন্দ। বিরাটের লাফ



জয়ের পরে কেঁদে ফেললেন

আমার যৌবন, সেরা সময়, অভিজ্ঞতা সব দিয়েছি। প্রতি বছর অপেক্ষা করেছি। জিততে চেয়েছি। নিজেকে নিংড়ে দিয়েছি। আজকের এই জয় অবিশ্বাস্য অনুভূতি। একটা সময়ের পরে ভাবিনি, এই দিনটা সত্যিই আসবে। শেষ বলটা হওয়ার পর আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। আমি সবসময় আরসিবি'র কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছি। তাতে যাই হোক না কেন। আমার হৃদয় বেঙ্গালুরুর সঙ্গে। তাই এই জয়টা স্পেশ্যাল। শেষদিন পর্যন্ত এই দলের সঙ্গে থাকতে চাই। এই জয় যতটা দলের, ঠিক ততটা এই দলের প্রাক্তন সদস্য এবং সাধারণ মানুষের।"

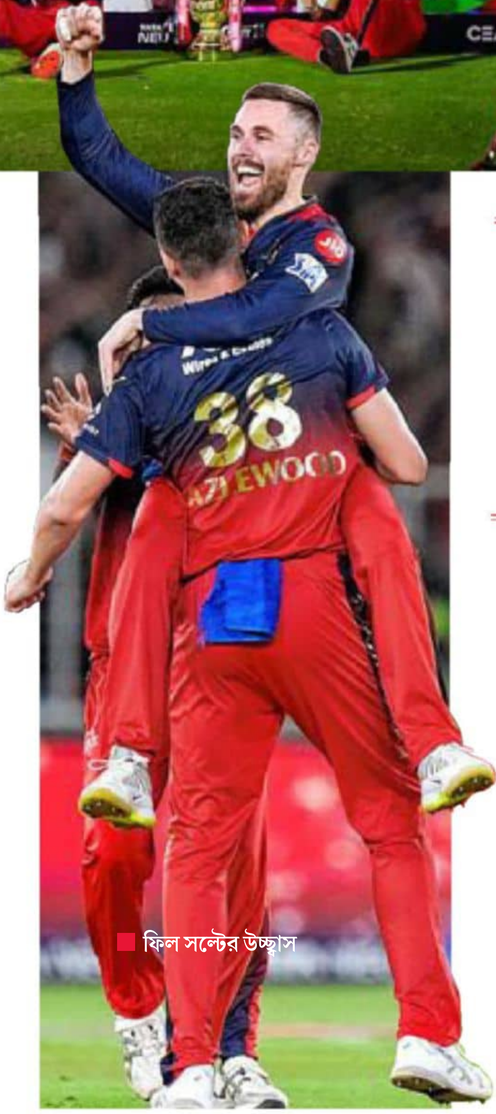
সত্যিই তো, ১৮ বছর কি কম সময় নাকি? দেশের রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক, পরিবেশ, পরিস্থিতির বদল হয়ে গিয়েছে মারাত্মকভাবে। দেশ দু'জন প্রধানমন্ত্রী দেখে ফেলেছে। নোটবন্দি, কোভিডের মতো আলোড়ন তোলা সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে।



অনুষ্কা তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী



২০২৫-এর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন আরসিবি



ফিল সল্টের উচ্ছ্বাস

এদিকে বিরাট কোহলি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি, টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ সব জিতে গিয়েছিন। পেয়েছেন মহামানবের আসন। কিন্তু আইপিএল তাঁকে বিমুখই রেখেছে। ব্যক্তিগতভাবে বহু কীর্তি পেয়েছেন এই আইপিএলেই। শুধু কাপটা পাননি। বিরাট চাইলেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে অলবিদা বলতে পারতেন। যেখানে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু বলেননি একটাই কারণে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শিখরে ওঠা হয়নি যে! বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে হত। তাই মেসির মতো তাঁরও ভাগ্যে সব ঠিক হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ধৈর্য, আনুগত্য, চেষ্টা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সংকল্প, বিশ্বাস এবং সততা দিয়ে যে আদতে লক্ষ্যে পৌঁছনো হয়েই যায়, তা প্রমাণ করে দিলেন কোহলি। হয়তো সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ১৮ তম বছরে ১৮ নম্বর জার্সির কোহলি এই কীর্তি ছুঁতে পারলেন বলে, সমাপতনটা অন্যরকমভাবে হল। কিন্তু রূপকথার গল্প তো এই সব কাকতালীয় ঘটনার উপরেই

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ১৮ তম বছরে ১৮ নম্বর জার্সির কোহলি এই কীর্তি ছুঁতে পারলেন বলে, সমাপতনটা অন্যরকমভাবে হল।

লেখা হয়। যদিও এই আইপিএলেও ৫৪.৭৫ এর গড় নিয়ে মোট ৬৫৭ রান করেছেন কোহলি। ফাইনাল ম্যাচে আউট হয়েছেন পঞ্চাশের আগে, বেশ খারাপ স্ট্রাইক রেট সহ... কিন্তু মূল নায়ক যেহেতু তিনিই, তাই রূপকথা তো তাঁকে নিয়েই লেখা হবে!

খুব স্বাভাবিকভাবেই বেঙ্গালুরুর এই ধারাবাহিক জয়ে অধিনায়ক রজত পাটীদার, ফিল সল্ট, ক্রুণাল পাণ্ড্য বা জিতেশ শর্মার যত অবদান থাকুক না কেন, সাফল্য লাভের পর সব আলো গিয়ে পড়েছে কোহলির উপর। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট এবং তার জনতা আইকনদেরই শ্রদ্ধা করে এসেছে

একনজরে আইপিএল ২০২৫

সর্বাধিক রান (অরেঞ্জ ক্যাপ): সাই সুদর্শন (৭৫৯ রান), গুজরাট টাইটানস

সর্বাধিক উইকেট (পার্পল ক্যাপ): প্রসিধ কৃষ্ণ (২৫ উইকেট), গুজরাট টাইটানস

সর্বাধিক ছয়: নিকোলাস পুরান (৪০), লখনউ সুপার জায়ান্টস

সর্বাধিক চার: সাই সুদর্শন (৮৮), গুজরাট টাইটানস

সুপার স্ট্রাইকার: বৈভব সূর্যবংশী, রাজস্থান রয়্যালস

মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার: সূর্যকুমার যাদব, মুম্বই ইন্ডিয়ানস

ফেয়ার প্লে: চেন্নাই সুপার কিংস

ইমার্জিং প্লেয়ার: সাই সুদর্শন, গুজরাট টাইটানস

সেরা ক্যাচ: কামিন্দু মেন্ডিস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ



■ ট্রোফি নিয়ে ত্রিমূর্তি: গেল, বিরাট, ডেভিলিয়ার্স



■ ম্যাচের সেরা ক্রুণাল পাণ্ড্য



■ হেরে গিয়েও মন জিতলেন শ্রেয়স আইয়ার

বারবার। আর বিরাট যে পরিমাণ বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন শুধু এই ক্ষেত্রে, তাতে বোঝা যাচ্ছিল, দলের বাকি ১০ জন যেন কোহলির কাপ-লাভের জন্যই খেলছিলেন। যাতে কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন তিনি। আর শুধু তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছে গোটা দেশ। তাই শেষ ওভারে যখন পঞ্জাবের শশাঙ্ক সিংহ একের পর এক ছয় মারছেন বেঙ্গালুরুর বোলার জস হেজ়েলউডকে কিন্তু জয় নিশ্চিত জেনে কোহলি কাঁদতে শুরু করেছেন, তখন সব ক্যামেরা বিরাটের উপরেই নিবদ্ধ। কারও তখন খেয়ালও নেই, শশাঙ্ক যেভাবে পরপর ছয় মারছেন, তাতে একটা নো বল হলেই, খেলা পঞ্জাবের দিকে ঘুরে যেতে পারে। আসলে নিশ্চিত জয়ের পিছনে অনিশ্চিতের শঙ্কাটাকেও দূরে ঠেলে দিতে পারেন কোহলি। শুধু তাঁর স্বপ্নপূরণটাই যেন আসল।

তবে বিরাট ফেরতও দিলেন। যে অনুষ্কা শর্মা তাঁর সুখ-দুঃখের দিনের সঙ্গী, ম্যাচ শেষে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। ট্রোফি নিতে মঞ্চে তুললেন, এ বি ডেভিলিয়ার্স এবং ক্রিস গেলকে। আসলে তিনি জানতেন, এবি এবং ক্রিসও বেঙ্গালুরুর ততটাই অংশ, যতটা তিনি। তাই এই দলের প্রাক্তন সদস্যদেরও স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত দিলেন তিনি। বিরাট বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, পরিশ্রম এবং জেদ সব প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের পরে বিজয়োৎসবে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্টে ১১ জনের মৃত্যু, কোহলির এই কীর্তিকেও খানিক কলঙ্কিত করে দিয়ে গেল। এতে অবশ্য ব্যক্তি বা খেলোয়াড় বিরাটের গরিমা কিছুমাত্র কম হয় না। কিন্তু বিরাট ভুলতেও পারবেন না, শুধু তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে একবার দেখতে এসে, মারা গেলেন এতজন ক্রিকেটপ্রেমী!



■ নেমার

হ্যান্ড অফ গড ২

ছেলেবেলায় দিয়েগো মারাদোনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নেমার দ্য সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রের। তাঁর উপর আর্জেন্টিনীয় মহাতারকার প্রভাবের কথা একাধিক বার উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই জন্যই বোধহয় স্যান্টোসের হয়ে শেষ ম্যাচে হাত দিয়ে গোলে বল ঠেলে দিলেন নেমার। ব্রাজিলের লিগে বোটাফোগো ও স্যান্টোসের ম্যাচ ছিল। সমর্থকরা আশা করেছিলেন, তাঁদের প্রিয় ফুটবলার হয়তো শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখবেন। কিন্তু নেমারকে যে এ ভাবে লাল কার্ড দেখতে হবে, তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারকে ফাউল করায় আগেই হলুদ কার্ড দেখেছিলেন তিনি। খেলার যখন প্রায় পনেরো মিনিট বাকি, তখনই ঘটে সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা! একটি বল গোলরক্ষক বাঁচালে, তা আসে নেমারের কাছে। তিনি হাত দিয়ে গোল করে বসেন! এক ডিফেন্ডারের পা-ও লাগে তাঁর মাথায়। রেফারি নেমারকে লাল (দ্বিতীয় হলুদ) কার্ড দেখিয়ে মাঠ ছাড়তে বলেন। হ্যান্ড অফ গড আর হল না।

ইতিহাস পিএসজির

লুই এনরিকের কোচিংয়ে প্যারিস সঁ জরমঁ (পিএসজি) ক্লাব তৈরি করল ইতিহাস। শুধু আক্রমণের মন্ত্রেই জিতল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। জার্মানির মিউনিখের মাঠে ইটালির ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ইউরোপের সেরা ফুটবল ক্লাব হল তারা। ১৯৯৩ সালে ফরাসি ক্লাব মার্সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল। সেটাই প্রথম। এত বছর আর কিছু হয়নি। ঘটনাচক্রে মার্সেই হারিয়েছিল মিলানেরই অপর ক্লাব, এসি মিলানকে। তা-ও মিউনিখের মাঠেই। ৩২ বছর পর সেই জার্মানির মাঠেই রূপকথা লিখল পিএসজি। ইন্টারকে নিয়ে ছেলেখেলা করল তারা। একপেশে ভাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় ব্যবধানে কোনও দল জিতল। ইতিহাস তৈরি করলেন লুই এনরিকের ছেলেরা।



■ পিএসজির সদস্যরা



■ সেই ম্যাচে শুয়ে আছেন খেলোয়াড়

লজ্জাজনক ঘটনা

সিএবি প্রথম ডিভিশন গ্রুপ এ লিগের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বনাম ভবানীপুর ম্যাচে ঘটল লজ্জাজনক ঘটনা। একটি ক্যাচের বিতর্ক নিয়ে শুরু হয় দু'দলের মধ্যে ঝামেলা। তার পরে ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেটাররা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। দলও তুলে নেওয়ার কথা হয়। ঝামেলা এত দূর গড়ায় যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে মধ্যস্থতা করতে ইডেনে আসতে হয়। খেলা বন্ধ থাকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা! এমনকি, চোট আঘাতের বাহানা করে দিনরাতের এই গোলাপি বলের ম্যাচে একদিনে মোটে ৪৬ ওভার হয়। এক ঘণ্টায় তিন ওভার। দু' তরফ থেকেই রাজনীতির অভিযোগ করা হয়। শেষদিনে হাতাহাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দু'দলকে তড়িঘড়ি যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করে দিতে হয়।

গুকেশকে কুর্নিশ

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখনও জানা নেই, ‘নরওয়ে চেস’ প্রতিযোগিতা কে জিতছেন। ১০ রাউন্ডের মধ্যে আট রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে কারুয়ানা। তাঁর পয়েন্ট ১২.৫। দ্বিতীয় স্থানে কার্লসেন। তাঁর পয়েন্ট ১২। বাকিরাও খুব পিছিয়ে নেই। জাপানের হিকারু নাকামুরা (১১.৫), গুকেশ (১১.৫), অর্জুন (১০.৫) ও চিনের ওয়েই (৮) পয়েন্ট পেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে গুকেশ ডোম্মারাজু এই প্রতিযোগিতায় প্রভাব বিস্তার করলেন, তাকে কুর্নিশ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। প্রথমদিকে পিছিয়ে থেকেও বিশ্বের এক নম্বর কার্লসেন ও ভারতের অর্জুনকে হারিয়েছেন তিনি। কার্লসেন তাঁর কাছে হেরে টেবিলে ঘুসি অবধি মেরেছেন! আসলে দাবা বিশ্বে উল্কার মতো উত্থান ঘটছে গুকেশের। সেটা অবিশ্বাস্য পর্যায়ে চলে যাচ্ছে অনেক সময়।



গুকেশ

আমার ভালবাসার মানুষকে কেউ আঘাত

প্র আপনার প্রথম বড় হিন্দি ছবি ‘মেট্রো ইন দিনো’ মুক্তি পাচ্ছে। বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন এই ছবিটির জন্য। কেমন লাগছে?

‘মেট্রো ইন দিনো’ কিন্তু আমার প্রথম হিন্দি ছবি নয়। ‘দিব্যক’ বলে একটি ছবি। সেখানে ইমরান হাশমি, নিকিতা দত্ত, মানব কওলের সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। সেটা ২০২১-এ ওটিটি রিলিজ় হয়েছিল। তারপর ‘অবস্তি ভার্সেস অবস্তি’ ছবিতে পরমব্রত আর গীতা বসরার সঙ্গে অভিনয় করি। পরমদার বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। এছাড়াও হিন্দিতে অনেক বিজ্ঞাপন, মিউজ়িক ভিডিয়োর কাজ করেছি আমি। তারপর ‘মেট্রো ইন দিনো’ আসে। তবে হ্যাঁ, অন্য সব ছবির চেয়ে অনুরাগ বসুর ছবিতে অভিনয়ের বিষয়টা অনেকটা আলাদা। অনুরাগদার পরিচালনার ভিন্ন স্টাইল আছে। আর অনুপম খের এবং নীনা গুপ্তকে অভিনয় করতে দেখাটা একটা মাস্টার ক্লাসের মতোই।

প্র বিক্রম ভট্টের পরিচালনায় যে ছবিটিতে আপনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তাতে সুযোগ পেলেন কীভাবে?

তিন বছর আগেই বিক্রম ভট্টের সঙ্গে কাজ করার কথা হয়েছিল। কিন্তু যে ছবিটির জন্য উনি আমাকে ডেকেছিলেন, সেখানে চরিত্রের প্রয়োজনে কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুট করতে হত। আমি তাতে কমফর্টেবল ছিলাম না। তাই কাজটা ছেড়ে দিই। তখনই বিক্রমস্যর বলেছিলেন পরে কখনও অন্য ছবি করলে ডাকবেন। এখন যে ছবিতে কাজ করছি (নাম ‘বিরাট’), তাতে লিড রোলে প্রথমে অন্য একজনকে কাস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু ডেটের সমস্যার জন্য তাকে রিপ্লেস করা হয়। আমার স্ক্রিপ্ট শুনে পছন্দ হওয়ায় রাজি হয়ে যাই। এর মাঝে আবার বিক্রমস্যরের অন্য একটি ছবিতে আমাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল।

প্র বলিউডে আপনার এজেন্ট নেই। তাতে কি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়?

এজেন্ট থাকলে বাড়তি অনেক সুবিধে হয়। আগেও অনেক এজেন্সি থেকে বলেছিল, আমাকে ম্যানেজ করতে চায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার ব্যাটে-বলে ম্যাচ করেনি। তবে



‘সূর্য’ ছবিতে বিক্রমের সঙ্গে

বিক্রম ভট্টের পরিচালনায় লিড রোল পেয়েছেন। শুটিংয়ের ডেটের সংঘাতে ছাড়তে হয়েছে বড় বাংলা ছবির কাজ। আক্ষেপ, হিন্দি ছবিতে বড় সুযোগ... শুটিংয়ের কাজে মুম্বই যাওয়ার আগে **দর্শনা বণিক** আড্ডা দিলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**-র সঙ্গে।

এমন নয় যে, বম্বেতে এজেন্ট না থাকলে কাজ পাওয়া যায় না। কাস্টিং ডিরেক্টরের সহকারীরা অনেক সময় সরাসরি যোগাযোগ করেন। এখান থেকেও অডিশন রেকর্ড করে পাঠানো সম্ভব অনেকক্ষেত্রে।

প্র বিক্রম ভট্টের ছবির জন্য আপনাকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছাড়তে হল কাস্টিং ফাইনাল হওয়ার পরও। আক্ষেপ হচ্ছে না?

আক্ষেপ তো অবশ্যই আছে। সৃজিতদার ছবির আমি বড় ভক্ত। ওঁর ডিরেকশন, স্টোরি টেলিং আমার ভীষণ পছন্দের। এর আগেও কাজের কথা অনেক দূর এগিয়ে, সেই কাজটা করা হয়নি। এবারও ‘বিরাট’-এর সঙ্গে সৃজিতদার ছবির ডেট ক্ল্যাশ করল। আশা করি, একদিন সৃজিতদার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাব।

প্র আপনি বিক্রম ভট্টের ছবিতে অভিনয় করছেন। ওদিকে আপনার স্বামী সৌরভ (দাস), মহেশ ভট্টের সঙ্গে প্রযোজনার কাজে যুক্ত হয়েছেন। ভট্ট ক্যাম্প নিয়ে দু’জনের অভিজ্ঞতা কেমন?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা কাকতালীয়। আমি আর সৌরভ দু’জন ভট্ট ক্যাম্পের সঙ্গে কাজ করছি এবং একই সময়ে। কিন্তু দু’জনের কাজটা একদমই আলাদা। আমার প্রজেক্টগুলোর সঙ্গে সৌরভের প্রডাকশন হাউসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমার অবশ্যই মহেশ ভট্ট এবং বিক্রম ভট্টের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভাল। বিক্রম ভট্ট অত্যন্ত সর্টেড একজন পরিচালক। যে ছবিটাতে আমি কাজ করছি, তেমন ছবি অনেক বছর উনি বানাননি এবং সেটা বিক্রমস্যরের সিগনেচার ছবিগুলোর কথা মনে করিয়ে দেবে, এটুকু বলতে পারি। যেটা সবচেয়ে ভাল লাগে, এঁরা অনেক দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ট্যালেন্ট তুলে আনছেন।

প্র বম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাস্টিং কাউচের প্রকোপের কথা অনেকেই বলেন। আপনার এমন কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছে?

এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কথা উঠলেই কাস্টিং কাউচ বিষয়টা উঠে আসে। সেটা

করলে, চুপ করে থাকতে পারব না : দর্শনা বণিক



ফোটো: জাভেদ ইব্রাহিম
মেকআপ ও হেয়ার: কুনাল সাহা
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
হসপিট্যালিটি পার্টনার: ওয়েস্টিন, রাজারহাট
ফুড পার্টনার: মিষ্টি ম্যাজিক

শুধু বঙ্গের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। বঙ্গের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমার মতে, অত্যন্ত প্রফেশনাল একটা ইন্ডাস্ট্রি। আমার অভিজ্ঞতা হল, এখানে সোজা পথে অডিশন দিয়েই কাস্টিং হয়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। কিন্তু আমার সঙ্গে হয়নি বলে যে কাস্টিং কাউচের অস্তিত্ব নেই, তেমন তো নয়। অনেক অভিনেত্রীই এই প্রথার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে সকলকেই এমন প্রস্তাব দেওয়া হয় বা সকলকেই এই পথে কাজ পেতে হয়। কিছু মানুষের জন্য গোটা ইন্ডাস্ট্রিকে বদনামের বোঝা বইতে হয়, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।



সৌরভের জন্মদিনের ঘরোয়া উদ্‌যাপনে

প্র সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি এবং সৌরভ খুব অ্যাকটিভ। সৌরভের সম্পর্কে কেউ কটূ মন্তব্য করলে, আপনি প্রায়ই রেগে গিয়ে তার জবাব দেন দেখেছি। এগুলো আপনাকে খুবই প্রভাবিত করে, তাই না?

আসলে এক-একজন মানুষ এত অকারণ, অপ্রাসঙ্গিক কমেন্ট করে সৌরভের ব্যাপারে যে, আমি উত্তর না দিয়ে পারি না। মানুষ হয়তো অভিনেতা-সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির অমিলটা বুঝতে পারে না। ওর অভিনীত নেগেটিভ চরিত্রগুলো দেখে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে সৌরভ ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষ হিসেবে তেমনই। সেক্ষেত্রে সৌরভের তো সাধুবাদ প্রাপ্য। কারণ ও কনভিনসিংলি চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে! অথচ সৌরভকে যারা চেনে, তারা জানে ও কতটা ভাল একটা মানুষ। আমার ভালবাসার মানুষকে কেউ আঘাত করে কথা বললে আমার তো খারাপ লাগবেই। আমি কী করে চুপ করে থাকব!



■ 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকের প্রথম লুক প্রকাশ্যে এলেও এখনও শুরু হয়নি শুটিং



■ 'দাদামণি' ধারাবাহিকর সেট তৈরি করতে নারাজ টেকনিশিয়ানরা

বিপাকে বাংলা ধারাবাহিক

পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবিতে অনড় বাংলা ধারাবাহিকের টেকনিশিয়ানরা। মানবিকতার খাতিরে বজায় রেখেছেন শুটিং কিন্তু নতুন ধারাবাহিকের নাম শুনলেই পিছু হটছেন। তবে কি ন্যায্য পারিশ্রমিকের পথে বাধা? নাকি কাজ বন্ধের নেপথ্যে অন্য কারণ? উত্তর খুঁজলেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**

টিআরপির মারপ্যাঁচে খুব অল্প সময়েই সমাপ্তি ঘটছে একাধিক বাংলা ধারাবাহিকের। একই সেটে একই লোক নিয়ে বছরের পর বছর শুটিং এখন কল্পনাতীত। অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রথম সারির চ্যালেনগুলোতে জায়গা করে নিচ্ছে নতুন নতুন ধারাবাহিক। তার জেরে টেকনিশিয়ানদের সমস্যার সূত্রপাত, তা বলা যেতেই পারে। সম্প্রতি শুরু হতে চলেছে তিনটি নতুন ধারাবাহিক। যা সম্প্রচারিত হওয়ার কথা দুটি প্রথম সারির বাংলা চ্যানেলে। তবে হঠাৎই বেঁকে বসেছেন টেকনিশিয়ানরা। কিন্তু কেন?

অন্ধকারে তিন ধারাবাহিক

যে তিনটি ধারাবাহিকের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো হল, বাংলা টকিজ় প্রযোজিত 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী', অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট প্রযোজিত 'কুসুম' এবং নীলাঞ্জনা শর্মার প্রযোজনা সংস্থার 'দাদামণি'। টেকনিশিয়ানদের প্রাথমিক দাবি ছিল পারিশ্রমিক বৃদ্ধি। টেলিপাড়ার এক টেকনিশিয়ানের মতে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একই পারিশ্রমিকে কাজ করছেন। এ দিকে 'রাণী ভবানী' কিংবা 'দাদামণি'র মতো ধারাবাহিকের সেট তৈরি করা বেশ কঠিন। তাই সঠিক পারিশ্রমিক না পেলে তাঁরা নতুন কোনও প্রোজেক্টে হাত দেবেন না। এর মধ্যে 'কুসুম' ধারাবাহিকের কাজ প্রাথমিক ভাবে

শুরু হয় ঠিকই। কিন্তু 'দাদামণি' বা 'রাণী ভবানী'র অচলাবস্থা বর্তমান। যদিও 'কুসুম'-এর কাজেও বাধা পড়েছিল কিছু সময়ের জন্য।

টেকনিশিয়ানদের দাবি

টেকনিশিয়ানদের কথায়, তাঁরা পুরনো ধারাবাহিকের কাজ বজায় রাখবেন ঠিকই কিন্তু নতুন ধারাবাহিকের কাজে আপত্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে স্টুডিয়োপাড়ার কলাকুশলীদের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ সিনেটেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র অন্তর্ভুক্ত ২৮টি গিল্ডের সদস্যদের নিয়ে কিছু নির্বাচিত প্রযোজনা সংস্থার (ধারাবাহিকের) সদস্যরা বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু পরিচালকও। সেখানে সমসাময়িক বিভিন্ন দাবির পাশাপাশি পারিশ্রমিক বৃদ্ধি নিয়েও কথা ওঠে। আগের আইনি ঝঞ্ঝার পাশাপাশি প্রাপ্য তালিকায় শুটিংয়ের নির্দিষ্ট সময়, ভাল মানের খাবার ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়। তবে পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি ওই মিটিংয়ে নাকি খোলসা করেন স্বরূপ বিশ্বাস নিজেই। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে হলে, তিনি কোনও কথা বলতে চাননি। কিন্তু ওই মিটিংয়ে তিনি বলেছেন, প্রতি তিন বছর অন্তর পারিশ্রমিকের নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হন টেকনিশিয়ানরা। প্রায় দু'মাস হল সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাই সঠিক সময়েই পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি করেছেন তাঁরা।

পারিশ্রমিকের অচলাবস্থা

এদিকে প্রকাশ ঝাঁ (নাম অপরিবর্তিত) নামের এক টেকনিশিয়ান জানান, এই দ্বন্দ্ব তাঁদের সব সময়েরই। উপরিউক্ত একটি প্রযোজনা সংস্থার অধীনেই কাজ করেন তিনি। এর আগে প্রথম সারির একাধিক প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে ধারাবাহিক ও সিনেমার সেটে কাজ করেছেন। তিনি জানান, "পারিশ্রমিক পুরোটাই নির্ভর করে কার চাহিদা কীরকম। এখন আমাদের ১৪ ঘণ্টার শিফট। কাজে এলে তবেই টাকা পাই। কাজের অনিশ্চয়তা নিয়ে তো কিছু বলারই নেই। এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়া মুশকিল। আমার সময়ে টেকনিশিয়ানরা একটা টিম থেকে অন্য টিমে যেতে পারত। মানে যে কেয়ারটেকারের কাজ করে, সে লাইটের কাজও করতে পারত। আবার যে লাইটের কাজ করে, সে ইচ্ছে হলে ক্যামেরা বা সেটের অন্যান্য কাজ করতে পারত। এখন সেই সুযোগ কমেছে। এক সময় ৭২ ঘণ্টার শিফটেও কাজ করেছি। আসলে তখন শিফট বলেই কিছু ছিল না। নিজেদের মধ্যে কথা বলে ফাঁকা সময় বের করে নিতাম। টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা নতুন কিছুই নয়। নতুন প্রোজেক্টের ডাক পেলে বরাবরই কিছু টেকনিশিয়ান তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা চায়। প্রযোজনা সংস্থা পোষালে কাজে রাখে, না হলে রাখে না।" ওই টেকনিশিয়ানের বক্তব্য, যাঁরা খানিক সিনিয়র বা কাজ ভাল করে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও চাহিদা তুঙ্গে। ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে তা মেনেও নেয় প্রযোজনা সংস্থা। এ ছাড়াও তাঁর বক্তব্য, "ধরুন বড় বাজেটের ছবি এবং সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে টেকনিশিয়ান টিমের বিশেষ



■ 'কুসুম' ধারাবাহিকের সেট থেকে



■ প্রতীক সেন অভিনীত 'দাদামণি' ধারাবাহিকের টিজ়ার প্রকাশ্যে এসেছে



■ সেটে শুটিংয়ের মাঝে টেকনিশিয়ানরা



■ বাংলা টকিজ় প্রযোজিত আরেকটি সফল ধারাবাহিক ‘কথা’

> নতুন প্রোজেক্টের ডাক পেলে কিছু টেকনিশিয়ান চাহিদা অনুযায়ী টাকা চায়। তাতে প্রযোজনা সংস্থার পোষালে তবেই কাজে রাখে...

সখ্য রয়েছে, তাহলে আবার তাদের রেট বেশি হয়। বলা ভাল, বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাদের। ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে এই রেট বেঁধে দেওয়া হয়। কিছু জনের ক্ষেত্রে তার হেরফের হয়।” জুনিয়ররা এত দাবি রাখতে পারে না। ধারাবাহিকের কাজ বন্ধ নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, তাতেও কিন্তু কিছু টেকনিশিয়ান ওই নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কোন পথে নতুন ধারাবাহিক?

আসলে ধারাবাহিকের কাজ বন্ধের নেপথ্যে রয়েছে চুক্তির মেয়াদ। তবে ধারাবাহিকের কাজ বন্ধ করার আগে টেকনিশিয়ানরা প্রযোজনা সংস্থাকে খোলসা করে জানিয়েছিল তাঁদের দাবি। এ কথাও জানিয়েছিল, ন্যায্য টাকা না পেলে এক জোট হয়ে কাজ বন্ধ করবে তাঁরা। যদিও এরই মধ্যে শুরু হয় ‘কুসুম’ ধারাবাহিকের কাজ। ‘কুসুম’ ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন অঞ্জনা বসু। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, “ঠিক ভাবেই চলছে শুটিং পর্ব। খুব টাইট শিডিউল। নাইট শিফটেও শুটিং করছি।” এ দিকে ‘দাদামণি’ ধারাবাহিকের সেট তৈরির কাজ মাঝপথে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো সেটকে একটু গুছিয়ে নতুন ধারাবাহিকের কাজ শুরু হয়। এখানে নতুন সেট নির্মাণের কথা আগে থেকে জানতই না টেকনিশিয়ানরা। তাই সেই কাজ শুরু হলেও, মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর ধারাবাহিক ‘রাণী ভবানী’র কাজও শুরু হয়নি। কারণ এই ধারাবাহিকের সেট নির্মাণেও রয়েছে বেশ বড় রকমের ঝক্কি।

চরৈবেতি

এত দিন পর্যন্ত টেকনিশিয়ানদের দাবি মানতে নারাজ ছিলেন প্রযোজকরা। ধারাবাহিকের বাজেট চ্যানেলের হাতে। এই কথার উপর বারবার জোর দিয়েছেন তাঁরা। চ্যানেল বাজেট বাড়ালে, তাঁরাও টেকনিশিয়ানদের বেশি পারিশ্রমিক দিতে পারবেন। অবশ্য ‘বাংলা টকিজ়’-এর প্রযোজনায় ‘কথা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলছে নির্বিঘ্নে। ওই সেটের টেকনিশিয়ানদের কোনও অভিযোগও নেই। একই ভাবে নির্বিঘ্নে চলছে নীলাঞ্জনা শর্মার প্রযোজনা সংস্থা ‘নিনি চিনি’স মাম্মা’স প্রোডাকশনস’ প্রযোজিত ধারাবাহিক ‘আনন্দী’ও। তাহলে নতুন ধারাবাহিক নিয়ে অনিশ্চয়তার জট কীভাবে কাটবে? এই নিয়ে গত ৫ জুন আবারও দীর্ঘ বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, পরিচালক-প্রযোজকদের সঙ্গে গিল্ডের সদস্যদের আলোচনার পর সমস্যার সমাধান হয়েছে। পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ব্যাপারে অনেকেই সহমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তা টেকনিশিয়ানদের প্রয়োজন মতো কতটা হবে, তা জানা যায়নি। এছাড়াও এই সব সমস্যার জন্য ধারাবাহিকের কাজ যাতে দীর্ঘদিন বন্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে, এবার থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা একটি করে বৈঠক করবেন। কিন্তু বৈঠকের ফল কতটা ইতিবাচক হবে, তা সময়ই বলবে।



■ নীলাঞ্জনা শর্মা প্রযোজিত আরও একটি ধারাবাহিক ‘আনন্দী’র কাজ চলছে নির্বিঘ্নে

মাদকে ডুবে

সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না জাস্টিন বিবারের। জনপ্রিয় এই পপতারকার একটি ছবি কিছুদিন আগে প্রকাশ পায়। দেখা যায়, চেহারা ভেঙে গিয়েছে জাস্টিনের। চোখ কোটরাগত। আসলে জানা গিয়েছে, জাস্টিনের দাদু (মায়ের বাবা) মারা গিয়েছেন। জাস্টিন তাঁকে নিজের পিতার মতোই সম্মান করতেন। তাছাড়া জাস্টিন ভয় পেয়েছেন, মেন্টর সিয়ান ডিডি কম্বোসের যৌন কেলেঙ্কারি মামলায় তাঁকে ডাকা হতে পারে ভেবে। সেটি তাঁর কর্মজীবনের পক্ষে যথেষ্ট নেতিবাচক। এই আতঙ্ক কমাতেই তিনি নাকি আরও বেশি করে মাদকে ডুবে! এবং এই কারণে হেইলি বিবারের সঙ্গে গায়কের ছ’বছরের বিয়ে নাকি ভাঙতে চলেছে! গায়কের স্ত্রী জাস্টিনের মাত্রাতিরিক্ত মাদকসেবন এবং অসলংগ্ন আচরণকেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন।



■ জাস্টিন বিবার



■ হুলি গান ইজ়ম-এর সদস্যরা

শহরে হুলি-গান- ইজ়ম

হুলি-গান-ইজ়ম, একটি নতুন বাংলা গানের দল তৈরি করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে। চলতি বছরের মার্চ মাসে ‘মেলার গান’ নামের একটি মিউজ়িক ভিডিও দিয়ে তাঁদের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশও ঘটেছে। তবে গান তৈরির এই সলতে পাকানোর কাজটা চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। ইতিমধ্যে কিছু লাইভ পারফরম্যান্সও হয়ে গিয়েছে। এবার নিজেদের শো নিয়ে আসছে তারা। আগামী ১৩ জুন জিডি বিড়লা সভাঘরে লাইভ পারফরম্যান্স করতে চলেছে এই দল। ‘মেলার গান’ ছাড়াও থাকবে আরও ১৫টি গান, সবই তাদের নিজস্ব কম্পোজ়িশন। শুভদীপ গুহ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্যর বক্তব্য, হুলি-গান-ইজ়ম ঠিক কী বা তারা কী করছে বা করতে চাইছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাবে এই শোয়ে। এক কথায় বলতে হলে, সেই সময় এবং এই সময়কে ধরে নিজেদের কথা-সুরে আনন্দ, দুঃখ, মজা, ক্ষোভ আর প্রেমের গান গাইবে এই দল।

কানহায় প্রথম সাফারিতে ব্যাঘ্রদর্শন

জীবনের প্রথম জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে মৌমাছির কামড় খেলেন, বাঘের দর্শনও পেলেন। **অঙ্গনা রায়** শোনালেন তাঁর সাফারির অভিজ্ঞতা

ছোটবেলা থেকে আমার একটা অদ্ভুত মাকড়সা-ভীতি রয়েছে। সেটা কী কারণে, বলতে পারব না। ফলে জঙ্গল, পুরনো বাড়ি, এগুলো আমি এড়িয়ে চলতাম এতদিন। এবার কাজের সূত্রেই গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশের একটি রিসর্টে। তাদেরই আমন্ত্রণে। খুবই বিলাসবহুল সেই রিসর্ট। সেখানে আর্চারি করার সুযোগ পেলাম বহুদিন পর। কলেজে পড়ার সময় ইন্টার-কলেজ কম্পিটিশনে আর্চারিতে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছি। এতদিন পর আবার তির-ধনুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে ভীষণ ভাল লাগল। যাই হোক, ওখানে গিয়ে জানলাম যে, কানহা ন্যাশনাল ফরেস্ট মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরত্বে। ফলে সকলের উৎসাহেই ঠিক করলাম সাফারি করতে যাব। জীবনের প্রথম সাফারি। মে মাস। ফলে বুঝতেই পারছেন তাপমাত্রার পারদ ভালই চড়া। ৪০-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু

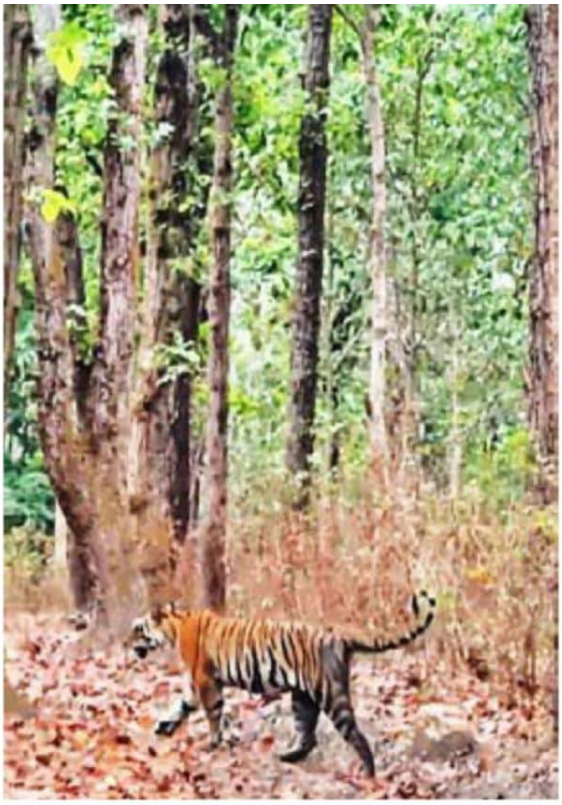


জঙ্গলে ঢুকেই দেখা মেলে পশুদের



কানহার জঙ্গলে অঙ্গনা





■ প্রথমবারেই বাঘের দেখা



■ স্থানীয় ভাষা শিখেছেন অঙ্গনা



■ সাফারির সেই যাত্রায়

জঙ্গলে গাছের ছায়ায় তেমন গরম অনুভব করিনি। জিপে করে জঙ্গলে ঢুকতেই একপাল হরিণ, বাইসন, গণ্ডার দেখলাম। জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো জলাশয় চোখে পড়ল। তবে একটা বিরাট জলাশয় পেরোনোর পর সব গাড়ি থেমে গেল। কারণটা বুঝলাম, যখন গাড়ির পাশ দিয়ে একটি বাঘ হেঁটে চলে গেল। গরমে জল খেতে আসে বাঘেরা। আমাদের সঙ্গে সরকারি যে গাইড ছিলেন, তিনি বললেন, পরম সৌভাগ্য হলে প্রথম সাফারিতেই বাঘের দর্শন পাওয়া যায়। অনেকে পাঁচ-ছ'টা সাফারি করার পরও বাঘের দেখা পায় না। আমি কিন্তু সত্যিই বাঘ দেখব বলে যাইনি। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য দেখুন, একটি নয়, তিনটি বাঘ দেখতে পেলাম একটিমাত্র সাফারিতে!



■ ইন্ডিয়ান বাইসন

তবে সেই দিনটি কিন্তু আমার ভালভাবে শুরু হয়নি। সাফারিতে যাওয়ার আগে আমাদের স্থানীয় মানুষ বলেছিলেন, জঙ্গলে যেন স্ট্রং পারফিউম মেখে না যাই। তাই আমি একটি ফ্লোরাল বডি মিস্ট লাগিয়েছিলাম। তবে তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। সাফারির শুরুতেই মৌমাছির কামড় খেলাম।

পরের দিনটা আমি রিসর্টের পাশের গ্রামে কাটালাম। স্থানীয় মানুষ জনের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বললাম। আমার মনে হয়, যে-কোনও জায়গায় গিয়ে ওখানকার ভাষায় কথা বললে মানুষ আপন করে নেয়। মধ্যপ্রদেশে মূলত হিন্দি ভাষাতেই মানুষ কথা বলে। তবে জঙ্গলের আশেপাশে 'গোন্দি' বলে একটি কথ্যভাষার চল রয়েছে। সেটাই অল্প-অল্প শেখার চেষ্টা করলাম। ওদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলায়, ওরা যে কী খুশি! যখন জানল যে আমি শুটিং করতে এসেছি, গ্রামের মানুষ সকলে চলে এল, সেই আন্তরিক আতিথেয়তা শহরে দেখা যায় না।

এতদিন বন্যজীবন এড়িয়ে চলতাম। মনে হত, জঙ্গল নয়, পাহাড়ই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তবে জীবনের প্রথম সাফারিতে গিয়ে জঙ্গলের প্রেমে পড়লাম। তাই আবার যে জঙ্গলে ফিরে যাব, সেকথা বালাই যায়।



পাশের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে



কানহার রিসর্টে আর্চারি করেন অঙ্গনা



একসঙ্গে তিনটি হরিণ





■ প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। (ইনসেটে 'হানি বানি'-তে বরুণ ও সমান্থা)

সম্ভাবনার মৃত্যু

'সিটাডেল' সিরিজ়ের স্পিন-অফ হিসেবে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজ় 'হানি বানি' এসেছিল গতবছর। বরুণ ধওয়ান ও সমান্থা প্রভু অভিনীত, রাজ-ডিকে পরিচালিত এই সিরিজ়টি যত প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল, ততটা বোধহয় দর্শকের ভালবাসা পায়নি। কারণ ওই সিরিজ়ের ফ্র্যাঞ্চাইজ় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। রুসো ব্রাদার্স, অর্থাৎ মূল সিরিজ়ের নির্মাতারা জানিয়েছেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া অভিনীত 'সিটাডেল'-এর পরের সিজ়নেই প্রবেশ করবে 'হানি বানি'র গল্প। আলাদা করে কোনও স্পিন-অফ থাকবে না।

সময়ের আগে

'পঞ্চায়েত' নিঃসন্দেহে ভারতীয় ওটিটি কনটেন্টের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় সিরিজ়। গত বছর তৃতীয় সিজ়নের শেষে পরের সিজ়নের যে আবহ তৈরি হয়েছিল, তারপর চতুর্থ সিজ়নের জন্য মুখিয়ে সকলে। শোনা যাচ্ছিল, ২ জুলাই মুক্তি পাবে চতুর্থ সিজ়ন। কিন্তু 'পঞ্চায়েত'-এর 'সচিবজী' অর্থাৎ জিতেন্দ্রকুমার একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'মঞ্জুদেবী' এবং 'ক্রান্তিদেবী'র মধ্যে যদি দর্শক একজনকে ভোটদান করে বিজয়ী করেন, তা হলে সময়ের আগেও মুক্তি পাবে সিরিজ়! দর্শকদের ভোটদানের জন্য খোলা হয়েছে একটি পোর্টালও। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সিরিজ়ের এহেন প্রচারকৌশল কিন্তু সত্যিই অভিনব।



■ জিতেন্দ্রকুমার



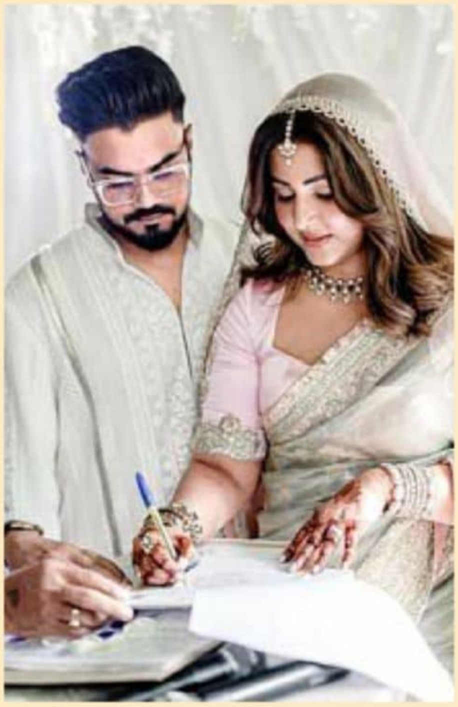
শার্লি মোদক

অন্যরূপে শার্লি

‘চিরদিনই আমি যে তোমার’, ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’, ‘লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার’... একাধিক ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার পর, শার্লির নতুন ইনিংস শুরু। নতুন ইনিংস, কারণ এখন শার্লি খলনায়িকা হিসেবে দর্শকদের মন জয় করছেন। ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকে ‘শালিনী’ চরিত্রটির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তাই আবারও একটি ধারাবাহিকে খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করলেন তিনি। সদ্য শুরু হয়েছে ধারাবাহিক ‘তুই আমার হিরো’। এতদিন ওই ধারাবাহিকের খলনায়িকা ‘মধুবনী’র চরিত্রে অভিনয় করছিলেন ঋতুপর্ণা দত্ত। কিন্তু চরিত্রের ভিত আরও শক্ত করতে পরিচালক, লেখক ও চ্যানেল, সকলের পছন্দ শার্লি। খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে মুখবদল। তাহলে এখন খলনায়িকা হিসেবেই নিজেকে গড়ে তুলছেন অভিনেত্রী? শুটিংয়ের ফাঁকে শার্লি জানালেন, “প্রথম ধারাবাহিকের সময় অভিনয়ের কিছুই জানতাম না। নেগেটিভ, পজ়িটিভ বিভাজন কখনও করিনি। যা চরিত্র পেয়েছি, ভগবানের উপহার হিসেবে ভেবেছি। প্রথম দু’টি ধারাবাহিকের পর তৃতীয় ধারাবাহিকেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ‘লক্ষ্মী কাকিমা...’-তে দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্রে সুযোগ পাই। রাজি হয়েছিলাম কারণ ওই ধারাবাহিকে অপাদি, দেবশঙ্করদার মতো বড় অভিনেতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকে যখন প্রথম নেগেটিভ চরিত্রের জন্য সুযোগ আসে, অবাক হই। তবে রাজিও হই।” যদিও এবার নেগেটিভ চরিত্র থেকে একটু বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রী। শার্লির কথায়, “নেগেটিভ চরিত্রে দর্শক আমাকে দেখে অবাক হয়েছে, আবার ভীষণভাবে প্রশংসাও করেছে। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিয়ের পর একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার পজ়িটিভ চরিত্রে ফিরব ভেবেছিলাম। সেটা হল না। ‘তুই আর হিরো’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে এখন ‘মধুবনী’ রূপে দর্শকদের সামনে আসছি প্রতিদিন। খলচরিত্র কঠিন ঠিকই, কিন্তু এত দিনে কিছুটা দক্ষ হয়ে উঠেছি।”

শুভ পরিণয়

খারাপ সময় পাশে থাকে যে, ভাল সময়টা তারই প্রাপ্য। সেই সূত্র মেনে প্রেমিক রকি জয়সওয়ালকে বিয়ে করলেন অভিনেত্রী হিনা খান। গত ১৩ বছর ধরে রকি তাঁর সঙ্গে। মারণরোগে আক্রান্ত হিনাকে সব সময় আগলে রেখেছেন তিনি। সেই দৃশ্য হিনা মারফত একাধিকবার উঠে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়। চলতি বছরেই বিয়ে করার কথা ছিল তাঁদের। সেই মতো গত ৪ জুন একেবারে সাদামাটা সাজে, স্বল্প আয়োজনে আইনি মতে বিয়ে সারলেন তাঁরা। শ্বেতশুভ্র বসনে তাঁদের বিশেষ দিনের একাধিক মুহূর্ত উঠে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।



বিয়ের আসরে হিনা ও রকি



১০০০ পর্বে ‘জগদ্ধাত্রী’



■ ১০০০ পর্বে টিম ‘জগদ্ধাত্রী’

১০০০ পর্ব অতিক্রম করল ধারাবাহিক ‘জগদ্ধাত্রী’। টিআরপি-তে এই ধারাবাহিক প্রথম থেকেই প্রথমে! মাত্র দু’-তিন মাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া ধারাবাহিকের ভিড়ে, প্রযোজক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর এই ধারাবাহিক তৈরি করল কীর্তি। সত্যিই এই বিষয় অবাক করার মতো। ধারাবাহিকের মূল ইউএসপি অ্যাকশন, তাও মানুষ পছন্দ করছেন। আনন্দ উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে বলাকা স্টুডিয়োয় ছিল বিশাল আয়োজন। শুটিংয়ের ফাঁকে আসে মস্ত কেক। ধারাবাহিকের জন্মদিন, তাই ফ্লোর সেজে উঠেছিল জন্মদিনের মতো করেই। শটের মাঝে মেলে ছোট্ট বিরতি। মুখ্য চরিত্র অঙ্কিতা, সৌম্যদীপসহ ধারাবাহিকের অন্যান্য সকল কলাকুশলী কেক কেটে শুরু করেন উদযাপন। এরপর ডায়েট ভুলে বিরিয়ানি আর ফিশ ফ্রাই দিয়ে দুপুরের আহার। তবে সকলের চোখেমুখে যে আনন্দ, তা শুধু এক হাজার পর্বের জন্য নয়, টিআরপি-তে এগিয়ে থাকার জন্যও।

■ জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু

বড়পর্দায় জ্যোতির্ময়ী?

টলিপাড়ায় চর্চা, দেবের বিপরীতে সিনেমায় অভিনয় করবেন ছোটপর্দার জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। ‘প্রজাপতি টু’ ছবিটি থেকে ইধিকা পাল বাদ যাওয়ায় নতুন নাম নিয়ে শুরু জোর জল্পনা। সেই জল্পনায় উঠে এল জ্যোতির্ময়ীর নাম। তবে এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন অভিনেত্রী। তিনি জানালেন, “আমি এখনই কিছু বলতে চাই না।” তবে অভিনয় জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব স্বল্প দিনের। গতবছর ‘বঁধুয়া’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর আগে মডেলিং ছিল জ্যোতির্ময়ীর পেশা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, জ্যোতির্ময়ীর প্রথম ধারাবাহিকও বেশিদিন চলেনি। তারপর আর কোনও কাজও করেননি। তাহলে কি ‘বধুঁয়া’ ধারাবাহিকের পর এতটা বিরতি নিয়েছিলেন বড়পর্দার জন্যই? অভিনেত্রীর কথায়, “সেরকম কিছু না। এই ক’মাসে বেশ কিছু কাজের প্রস্তাব পেয়েছি। কোনওটাই মনমতো হয়নি। এখনও কোনও নতুন কাজ পেলে, সেটা করব কিনা সিদ্ধান্ত নিইনি। সবটাই সময় বলবে।”

নতুন সফরের প্রস্তুতি

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবিতে অভিনয় করবেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আরাত্রিকা মাইতি। খবর পুরনো, কিন্তু চরিত্রের জন্য সদ্য নিজেকে গড়ে তুলতে শুরু করেছেন অভিনেত্রী। লুক টেস্টের পর জানা গিয়েছে, ছবিতে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’র চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। এ দিকে ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে আরাত্রিকাই মুখ্য চরিত্র। কীভাবে সামালাবেন দু’দিক? আরাত্রিকা জানালেন, “ধারাবাহিকের প্রযোজক, পরিচালক, চ্যানেল... সকলকেই বলা আছে। ছবির শুটিং শুরু হলে সেই মতো বিরতি নেব।” আর বড়পর্দার জন্য প্রস্তুতি কেমন? “প্রস্তুতির কিছুই নেই। সৃজিতদা একেবারে সাধারণভাবে থাকতে বলেছেন। কোনও মেকআপ নয়। চুল কাটা যাবে না, ভ্রু পর্যন্ত ন্যাচারাল রাখতে বলেছেন। চরিত্রের প্রয়োজনে আমাকে যা যা বলা হচ্ছে, সেটাই মেনে চলার চেষ্টা করছি।”



■ আরাত্রিকা মাইতি



সোনার কেল্লায় যকের ধন

উপভোগ্য গল্প

পরিচালনা: সায়ন্তন ঘোষাল
অভিনয়: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, কোয়েল মল্লিক, গৌরব চক্রবর্তী, সুপ্রভাত দাশ, সাহেব চট্টোপাধ্যায়

6/10

হেমেন্দ্রকুমার রায় সৃষ্ট দুই কাল্পনিক চরিত্র পর্দায় ফিরল আবার। তবে ‘সোনার কেল্লা’য় গিয়ে সত্যজিৎ রায় এবং ফেলুদাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে ফেলল। আসলে ‘সোনার কেল্লা’র জনপ্রিয়তাকে সামনে রেখে এই ছবি দর্শক মনে ছাপ ফেলতে চেয়েছে। তাতে যে খুব অসফল হয়েছে, তা বলা যায় না। কারণ নস্টালজিয়া ফ্যাক্টরের সঙ্গে মাথা ঘামানোর যথেষ্ট রসদ এই ছবির চিত্রনাট্যে আছে। জাতিস্মর মুকুল ধর এখন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। তার পিতা পূর্বজন্মে জেম কাটারই ছিলেন। তবে ফেলুদা যে বলেছিল, ‘গুপ্তধন নেই। পূর্বজন্ম থাকলেও নেই, না থাকলেও নেই।’ সেখান থেকে সরে এসেছেন গল্প লেখক সৌগত বসু। তিনি পরশপাথরের সন্ধান দিয়েছেন, রত্ন চাবি দেখিয়েছেন। এবং সেই পরশপাথর খোঁজার রহস্যে জড়িয়ে পড়ে বিমল (পরমব্রত),

অঙ্ক কি কঠিন

দীর্ঘ, অতি সরলীকৃত

পরিচালনা: সৌরভ পালোধি
অভিনয়: ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতশ্রী চক্রবর্তী, তপোময় দেব, প্রসূন সোম, পার্নো মিত্র, শঙ্কর দেবনাথ, সঞ্জিতা, ঊষসী চক্রবর্তী, দীপান্বিতা নাথ

/10

‘অঙ্ক কি কঠিন’ দেখতে দেখতে মনে হয় সময় যেন অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে। যদিও ছবির গল্প কোভিড-পরবর্তী সময়ের। বৃহত্তর কলকাতার বহুতলগুলোর পাশে যে বসতিগুলো দেখা যায়, উঁচু বারান্দা থেকে যেখানকার মানুষদের দেখাই যায় না, তাদের জীবনে জুম-ইন করেছেন সৌরভ পালোধি। কোভিডের পর স্কুল বন্ধ হওয়ার পরও বাবিন



(ঋদ্ধিমান), ডলি (গীতশ্রী) এবং টায়ার (তপোময়) স্বপ্ন দেখে ডাক্তার, নার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। পোড়ো বাড়িতে তৈরি করে হাসপাতাল। তাদের সহায় শাহরুখ (প্রসূন) স্বপ্ন দেখে হিন্দু বান্ধবী কাজলের (পার্নো) সঙ্গে সংসার পাতার। বাবিনের বাবা-মা শ্রমিক ও পরিচারিকা, ডলির মা নার্স, টায়ারের মা গণিকা। সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষ, যারা খেটে খায়, তাদের কঠিন জীবনের সহজ-সরল গল্প নিয়ে ছবিটি। শঙ্কর দেবনাথ, ঊষসী, দীপান্বিতা, প্রসূন, পার্নো, সঞ্জিতা খুবই বিশ্বাসযোগ্য নিজ-নিজ ভূমিকায়। সারল্য এবং মিষ্টত্বে মন জয় করে শিশুশিল্পী ঋদ্ধিমান। কিন্তু কোথাও যেন ছবিটি একটি 'দলিল' হয়ে গিয়েছে। গল্পের গতি শ্লথ। শেষে গিয়ে সুতোগুলো জুড়ে যায় ঠিকই, তবে তার জন্য যে অপেক্ষা, তা অতি দীর্ঘ। কোথাও কোথাও যেন একটি বার্তা দেওয়ার জন্য দৃশ্যগুলোকে টেনে বড় করা হয়েছে। যেমন একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার আনার ঘটনাটি চলতে থাকে দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে। উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছনোর শটগুলো বড্ড লম্বা। এভাবেই অনেক দৃশ্য ছবির মেদ বাড়িয়েছে। 'আমাকে গল্প বল', 'চাপ নিয়ে লাভ নেই' গান দু'টি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তার দৃশ্যায়নও প্রশংসনীয়।



বাৎসরিক

ভাল প্রচেষ্টা

5.5 / 10

পরিচালনা: মৈনাক ভৌমিক
অভিনয়: শতাব্দী রায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী, ইশান মজুমদার

বাংলায় গা ছমছমে ভৌতিক ছবির সংখ্যা খুব কম। পুরোদস্তুর ভৌতিক না হলেও, পরিচালক মৈনাক ভৌমিক এই ধরনের ছবিতে নিজেকে দক্ষ করে তুলছেন। 'ভাগ্যলক্ষ্মী' তাঁর উদাহরণ। এবার এই ছবি। ছবিতে ক্যামেরার কাজ, শব্দের প্রয়োগ, গানের ব্যবহার, সংলাপ... সবকিছুই যথাযথ। যেহেতু এই ছবি পুরোপুরি ভৌতিক ঘরানার নয়, তাই গল্পে সম্পর্কের যে বাঁধন দেখানো হয়েছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা পর্দায় তুলে ধরেছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী এবং শতাব্দী রায়। এই ছবির হাত ধরে বাংলা সিনেমায় শতাব্দী রায়ের কামব্যাক দর্শকদের নজর কাড়বে। এরকম কঠিন চরিত্রে তাঁকে আগে কখনও দেখা যায়নি। ঋতাভরীর চরিত্রকে এক অন্য মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। কিন্তু 'বৃষ্টি' চরিত্রটিকে যথাযথ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ঋতাভরীর সংলাপ বলার ধরন। এ ব্যাপারে অভিনেত্রীকে আরও দক্ষ হতে হবে। তবে শতাব্দী-ঋতাভরীর সম্পর্ক, অর্থাৎ ননদ-বৌদির সমীকরণ পর্দায় সুন্দর ভাবে মেলে ধরেছেন তাঁরা। ভৌতিক ছবি হলেই প্রশ্ন ওঠে ক্লাইম্যাক্স নিয়ে। এই ছবির ক্ষেত্রে দর্শক তা নিয়ে খুব একটা আশাহত হবে না। যদিও ছবিটাকে আরও খানিক বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যেত।



মিশন ইম্পসিবল: দ্য ফাইনাল রেকনিং

সফল শেষ মিশন

6.5 / 10

পরিচালনা: ক্রিস্টোফার ম্যাককোয়ারি
অভিনয়: টম ক্রুজ়, হেইলি অ্যাটওয়েল, ভিং র‍্যামস, সাইমন পেগ, হেনরি জেরনি, অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট

'মিশন ইম্পসিবল' নামটির সঙ্গে যে অবিশ্বাস্য অ্যাকশন জড়িয়ে আছে, ১৯৯৬ সাল থেকে ইথান হান্ট অর্থাৎ টম ক্রুজ় সেই অ্যাকশন নিজেই করছেন। এই বাষট্টি বছর বয়সে সেই স্টান্ট করা প্রায় মৃত্যুকে পরোয়ানা দেওয়ার মতোই। তাও তিনি করলেন এবং শেষ ছবিতে সেই পারফরম্যান্স বজায় রাখলেন। অষ্টম এবং শেষ কিস্তিতে এসে 'মিশন ইম্পসিবল' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ভিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। 'দ্য ফাইনাল রেকনিং'-এ 'দি এনটিটি' নামক একটি এআই ব্রেন পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতে চায়। সে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ, ধ্বংসের প্রতীক। ইথান হান্টের দায়িত্ব 'ক্রুসিফর্ম' চাবি এবং 'পডকোভা' নামক রাশিয়ান সাবমেরিন সওয়ার ডিভাইসের মিলমিশ ঘটিয়ে এনটিটির অভিসন্ধির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। এই ছবিতে নস্টালজিয়া দিয়েও বাজিমাত করেছেন পরিচালক। অবিশ্বাস্য গল্পকে দুর্দান্ত অ্যাকশনে মুড়েছেন, স্মরণ করিয়েছেন প্রথম ছবির কথা। কিন্তু সমস্যা হল, শেষ কিস্তিতেও ইথানের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। সে এক অবিশ্বাস্য চরিত্র হয়েই রইল, যার কোনও নেপথ্যের গল্প নেই, আদতে সে কেমন, দর্শকের তা অধরাই থেকে গেল। শেষ পর্বে এসে ইথানকে কোথাও ক্লান্ত লাগে না। টম ক্রুজ় যে কোন মন্ত্রে এমন স্টান্ট করেছেন, তা সত্যিই এক রহস্য। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের জন্য পরিচালককে সাধুবাদ জানাতে হয়। দারুণভাবে দর্শককে স্মৃতিমেদুর করে ছবি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের বিদায়ী সুর রচনা করেছেন তিনি।

ভুলচুক মাফ

জমেও জমল না

4.5/10

পরিচালনা: করণ শর্মা
অভিনয়: রাজকুমার রাও, ওয়ামিকা গাব্বি, সীমা পাওয়া, সঞ্জয় মিশ্র

বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে হিট ছবির সংখ্যা প্রায় হাতে গোনা, সেখানে এমন সাধারণ মানের ছবি বানালে, তা থেকে কীভাবে বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভ প্রত্যাশা করা যায়? 'ভুল চুক মাফ' মুক্তির আগে ছবিকে ঘিরে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এমনকি, ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট নিয়েও নানা বিতর্ক। ছোট শহরের সাধারণ নায়ক-নায়িকার গল্পের অন্যতম পুরোধা রাজকুমার রাওকে একই ধাঁচের চরিত্রে দেখতে একটু একঘেয়েই লাগে। এত ভাল অভিনেতা, কিন্তু সেই রিমেক গানে নাচ আর হালকা মেজাজের চরিত্রে স্টিরিওটাইপড হয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই ছবির প্রেক্ষাপট বারাণসী। ছবির জঁর টাইম-লুপ কমেডি। বিষয় হিসেবে ইন্টারেস্টিং হলেও, উপস্থাপনা বড্ড জোলো। রঞ্জন (রাজকুমার) ও তিতলি (ওয়ামিকা) একে অপরকে বিয়ে করতে চায়। তিতলির বাবা ব্রিজমোহন শর্ত দেয়, রঞ্জনকে সরকারি চাকরি পেতে হবে। রঞ্জন প্রতিজ্ঞা করে সরকারি চাকরি পেলে, ভাল কোনও কাজ করবে। অসৎ উপায়ে চাকরিও জুটে যায়। গায়ে হলুদের পরের দিন রঞ্জন দেখে সে গায়ে হলুদের দিনেই রয়ে গিয়েছে। কিছুতেই আর বিয়ের দিন অবধি এগোতে পারছে না। টাইম লুপে আটকে গিয়ে শুরু হয় নানা মজার কাণ্ডকারখানা। একটা সময়ে হাল ছেড়ে দিয়ে রঞ্জন আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে, তার বোধোদয় ঘটে। টাইম লুপের বিষয়টি ছাড়া গল্পে বিশেষ নতুনত্ব নেই, খুবই প্রেডিক্টেবল। রাজকুমার এমনিতেই খুব ভাল, পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন ওয়ামিকাও। সীমা পাওয়া, সঞ্জয় মিশ্র, রঘুবীর যাদবের মতো পাওয়ারফুল অভিনেতারা থাকলেও, দুর্বল চিত্রনাট্য নিয়ে বেশি আশা না করাই ভাল।



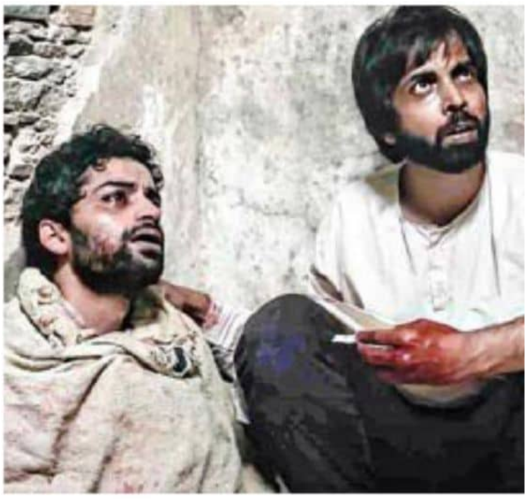
স্টোলেন

অন্য মাত্রার থ্রিলার

পরিচালনা: করণ তেজপাল
অভিনয়: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভম বর্ধন, মিয়া মায়েলজ়র

7/10

কাট টু কাট অ্যাকশন কিংবা মোড় ঘোরানো সিকোয়েন্সের প্রসঙ্গ টানলেই উদাহরণ দেওয়া হয় দক্ষিণী ছবির। করণ তেজপালের 'স্টোলেন' দেখলে সেই ধারণা ভাঙবে। আদ্যোপান্ত থ্রিলার,



বলা ভাল সারভাইভ্যাল থ্রিলার ঘরানার ছবি এটি। এর চিত্রনাট্য ভেঙে দেয় তথাকথিত ধারণা ও জল্পনাকে। একটি হারিয়ে যাওয়া শিশুকে নিয়ে শুরু হয় গল্প। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় দুই ভাই। এক ভাইয়ের চরিত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবিটির স্তম্ভ তিনি। তাঁর অভিনয় ছাপিয়ে গিয়েছে ছবির গল্পকেও। চরিত্রের প্রয়োজনে কীভাবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়, তা তিনি জানেন। যে বাচ্চাটিকে নিয়ে গল্পের শুরু, তার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মিয়া। অভিষেকের পাশাপাশি তাঁর অভিনয়ও অনবদ্য। ছবিতে ক্যামেরার কাজ একেবারে অন্য মাত্রার। তার চেয়েও ভাল শব্দের প্রয়োগ। ক্যামেরা থেকে ঘটনার দূরত্বকে মাথায় রেখে যেভাবে শব্দের মাত্রাকে বাড়ানো কমানো হয়েছে, তা প্রতিটি দৃশ্যকে কাছ থেকে উপভোগ করার মতো অনুভূতি দেয়। একবার নয়, এরকম ছবি বারবার দেখার মতো। পরিচালককে ধন্যবাদ।

জুলি

গল্পে নতুন কিছু নেই

5.5/10

পরিচালনা: অরিত্র সেন
অভিনয়: পাওলি দাম, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, কৌশিক সেন, ভরত কল, সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক সাধারণ যৌনকর্মীর রাজনীতিবিদ হিসেবে উত্থানের গল্প দেখানো হয়েছে 'জুলি' সিরিজ়ে। মুখ্য চরিত্র, অর্থাৎ 'জুলি'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি দাম।'জুলি' চরিত্রটির জীবনের বিভিন্ন দিক ছোট ছোট করে তুলে ধরা হয়েছে সিরিজ়ের সাতটি পর্ব জুড়ে। কোথাও দেখানো হয়েছে তার পরিবার থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গল্প। কোথাও দেখানো হয়েছে পতিতালয়ে তার আসার গল্প। কোথাও আবার রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার গল্প। সব পর্ব এই চরিত্রটিকে ঘিরে হলেও, কোথাও গিয়ে মনে হবে এই চরিত্রটাকে আরও খানিক উন্নত করা যেত। তাহলে তার প্রভাব আরও জোরালো হত। গল্পের বুনন ভাল হত। এছাড়া এই চরিত্রটির জন্য যেরকম অভিনয়ের প্রয়োজন, সেটারও খামতি ধরা পড়েছে। প্রভাবশালী নেতার চরিত্রে কৌশিক সেন যথাযথ। তবে স্বল্প পরিসরে তাঁর তেমন কিছু করার ছিল না। সিবিআই আধিকারিকের চরিত্রে গৌরবের অভিনয় মোটামুটি বলা চলে। বাকি পার্শ্বচরিত্ররাও যথাযথ। ক্যামেরার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। কিন্তু সংলাপ খুবই দুর্বল। টুকরো টুকরোভাবে একাধিক ঘটনা জোড়া লাগাতে গিয়েই চিত্রনাট্যে বিপত্তি ডেকে আনেন পরিচালক। গল্প নতুন কিছু উপহার দিতে পারে না দর্শকদের।





আমেরিকান ম্যানহান্ট: ওসামা বিন লাদেন

শিহরণ জাগানো

7.5/10

পরিচালনা: মোর লোউসি ও ড্যানিয়েল সিভান

কীভাবে ঘটেছিল ৯/১১-র ঘটনা? নাড়িয়ে দিয়েছিল আমেরিকাকে? একের পর এক বিমান হানায় যখন আমেরিকা পর্যুদস্ত, তখন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কোথায় ছিলেন? কীভাবে শুরু হল, এই হামলার মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে ম্যানহান্ট মিশন? নেটফ্লিক্সের এই তিন এপিসোডের সিরিজ়কে শিহরণ জাগানো বললেও কম বলা হয়। যেভাবে বিরল সব ফুটেজ জোগাড় করে এই ডকু সিরিজ় তৈরি করা হয়েছে, তা খুব চেনা গল্পের অন্দরে ঢুকতে সাহায্য করে। সিআইএ-র সেই সময়কার তদন্তকারী অফিসারদের সাক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার এই সিরিজ়কে একটি থ্রিলারের রূপ দিয়েছে। তার সঙ্গে বুঝিয়েছে, ওসামা বিন লাদেন ঠিক কীভাবে আমেরিকার কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র তিনটি এপিসোডে দেখানো এই গোটা ঘটনার নাট্যরূপকে সিআইএ বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রশস্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সত্যি তো সবসময় দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর হয়। হলই বা তা একটি নির্দিষ্ট চোখ দিয়ে দেখা। তাতে যদি সত্যের উপর কিছুটা হলেও আলো পড়ে, ক্ষতি কী? এই সিরিজ় হালে নেটফ্লিক্সের তৈরি করা সেরা ডকু সিরিজ়গুলির মধ্যে অন্যতম।

জয়সলমের জমজমাট

রাজস্থান ও গোয়েন্দা

5/10

পরিচালনা: অর্ণব রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়: অমৃতা দেবনাথ, মৌমিতা পাল, সব্যসাচী চৌধুরী, রাজদীপ পাল, সৌমিত্র বসু, ওঙ্কার ভট্টাচার্য

সত্যজিৎ রায়ের ছবির সৌজন্যে রাজস্থান ও গোয়েন্দা গল্প... দু'য়ের প্রতিই বাঙালি দর্শকের ভালবাসা প্রবল। সেই রাজস্থানকে প্রেক্ষাপটে রেখেই পরিচালক রিঙ্গোর এই নতুন সিরিজ়। দূরপাল্লার ট্রেনে মধু (মৌমিতা), ছেলে ঋভু (ওঙ্কার) ও মেয়ে ঐশীকে (অমৃতা) নিয়ে পেশায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রজত (দেবাশিস) যায় সোনার কেল্লা দেখতে। সোনার কেল্লার অবতারণাই বাঙালি মনে নস্ট্যালজিয়া উস্কে দিতে যথেষ্ট। ট্রেনে তাদের আলাপ দাশগুপ্ত এক দম্পতির সঙ্গে। নীলাঞ্জন (সব্যসাচী) আর ঋতুপর্ণার (মেঘলা) গন্তব্যও এক। আবার ঐশীর বিশেষ বন্ধু ধ্রুব (রাজদীপ) ও জয় (সৌমিত্র) বাইকে যাচ্ছে সোনার কেল্লা দেখতে। সোনার কেল্লায় পৌঁছে ঘটতে থাকে অদ্ভুত সব ঘটনা। তার মধ্যেই নিখোঁজ হয় ঐশীদের এক বন্ধু। অর্থাৎ, রহস্য জড়িয়ে সিরিজ়ের পরতে পরতে। গল্পের টানটান উত্তেজনায় যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে রাজস্থানের সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। গল্পে রহস্যজনক একটি প্যাকেটকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। সেসব না হয় সিরিজ় যাঁরা দেখবেন, তাঁদের জন্য তোলা থাক। সিরিজ়ের বেশিরভাগ অভিনেতা নতুন। তবে তাঁরা প্রায় সকলেই যথাযথ। তবে সিরিজ়ের ইউএসপি ড্রোন শটে ধরা রাজস্থান। চিত্রনাট্য আরও মজবুত হতে পারত।



সুরার নেশা সর্বনাশা

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

ইদানীং তারাসমূহের মধ্যে অদ্ভুত হইচই শুরু হয়েছে, জানেন তো? আমার পছন্দের বিনোদন পত্রিকা যখনই প্রকাশিত হয়, তারা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আমার কলাম পড়তে শুরু করে। দেখে নেয়, তাদের কোনও গোপন কম্মের কথা আঙুর ফাঁস করে দিয়েছে কি না। আমার কথা হল, তোদের বুকে যদি এতই ভয়, তা হলে সেইসব কম্মো করার আগে ভাবিস না কেন বাপু? এই যে সদাহাস্যময়ী নায়িকা মুখে এত বড় বড় কথা বলে যে, ইন্ডাস্ট্রির অমুক পরিচালক তাকে ঘরে ডেকেছিল, তমুক প্রযোজক কফি খেতে চেয়েছিল... সে নাকি যায়নি। সম্ভ্রম ধরে রেখে এইভাবে কাজ পেতে সে চায় না! কিন্তু এবার প্রকাশ্যে যে নাচনকোদনটা হল, তার কী হবে? শিকার নামে একটা বাংলা সিনেমা আসছে। সেখানে সদাহাস্যময়ী একটা ছোট্ট পার্ট করছে। এমনিতেই এখন তাকে কেউ বড় পার্ট দিতে সাহস পায় না। অভিনয়ের যা ছিরি! তা সে ছবি যে পুলিশকে নিয়ে, সেই বাস্তব চরিত্র শুটিংয়ে হাজির ছিল আর সদাহাস্যময়ীকে আগে থেকে চেনে। সে এসব শুটিং আগে দেখেনি। তাই চোখে ঘোর লেগে যায়। আর ওখানেই নিজের বন্ধুদের ডেকে সুরাপান করতে শুরু করে। সদাহাস্যময়ী তাদের এই মোচ্ছবে শুধু যোগই দিয়েছে তা নয়, সুরাপানে বেহাল হওয়ার পর সেই আইনরক্ষাকর্তা যখন তাকে নাচতেও বলেছে, সে না বলেনি। এবার কোথায় থাকল তোর ডিগনিটি?

আসলে ঘোর লাগলে বোধ হয় নিজেকে আটকানো কঠিন। তাই তো বিবাহিত জীবনে তথাকথিত দুই সুখী মানুষ মিস রাগিণী এবং অভিনেতা একান্ত শপথ দুর্বল অবস্থায় একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে খবর এল। এক প্রভাবশালীর বাড়ির পুজোয় গিয়েছিল তারা। অন্য বন্ধুরাও উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই দুই 'বন্ধু' শূন্য কক্ষে চুম্বনের মাধ্যমে নিজেদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত রচনায় মগ্ন হয়ে যায়। সেটা আবার ধরা পড়ে তাদের এক বন্ধুর ক্যামেরায়। যদিও রাগিণী বলেছে, এসব নাকি নেহাত ভুয়ো খবর। বরং ওই প্রভাবশালী ব্যবসায়ীই নাকি সুরাসিক্ত চোখে তাকে চুম্বন করতে এসেছিল। একান্ত আপন সঠিক সময়ে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছে। তাই লজ্জা ঢাকতে ব্যবসায়ী এসব দুর্নাম রটাচ্ছে। সত্যি মিথ্যে কী হয়েছে, জানা নেই। কিন্তু যেটা বোঝা গেল, সুরা অতি বিষম বস্তু। এ জিনিস একবার পেটে পড়লে তারকাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকছে না। তাই কি অভিনেতা নীলকণ্ঠ সেদিন বন্ধুর কাছে ঘুষি খেয়ে গেল? রাজনীতিতে আসার পর থেকে নীলকণ্ঠ নিজেকে প্রভাবশালী ভাবতে শুরু করেছে। সুরাসক্ত অবস্থায় থাকলে সে ভাবে, যার সঙ্গে চাইবে, বালিশ লড়াইয়ে মত্ত হতে পারবে। বন্ধুর প্রেমিকাকেও ছাড়েনি। বলেছিল তার সঙ্গে পার্টি করতে আসতে। কিন্তু কথা শুনে বন্ধু রেগে ঘুষি মেরে নীলকণ্ঠর গালের রং নীল করে দিয়েছে। এসব দিক থেকে অবশ্য সাধুবাদ জানাতে হয় অভিনেতা বিজয়ীকে। বিশ্বমানের পরিচালকের চরিত্রে অভিনয় করার পর থেকে তার নিজের চোখেই নিজের সম্ভ্রম গিয়েছে বেড়ে। মিস ঝিনুকমালা তো তার বক্ষলগ্না হতে কম প্রস্তাব দেয়নি। নানারকমভাবে বলেছে। সুরাসক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হওয়ার ভান করে বিজয়ীর হাতে গিয়ে ডাইভ দিয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই তো বেপরোয়া হয়ে ভগবান রুদ্রদেবের মুখে বিজয়ীর ছবি বসিয়ে দিয়েছিল ঝিনুকমালা। কিন্তু তাতেও ভবি ভোলেনি। বিজয়ী জানে, নারীমনে বিজয়-পতাকা তুলতে গেলে এই সব স্খলন উপেক্ষা করতে হয়।




বত্রিশ
পাটি দাঁত
গল্প রচনায়
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পপাঠে
অম্বরীশ ভট্টাচার্য
শুনুন আরও আনন্দ-র ‘পডকাস্ট’ বিভাগে।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই পডকাস্ট-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas



Walkaroo
ওয়াক। ওয়াক। ওয়াক।
ওয়াক উইথ
ওয়াকারু
এটা
কমফোর্টের
গুরু
bounceez
Cushion Sole
Cushion Sole
WE1337 | ₹649.00*
WL7673 | ₹299.00*
WGR53059 | ₹329.00*
*MRP (inclusive of all taxes) mentioned is price per pair. For sizes - Gents (06X10), Ladies (04X09) & Kids (08X10, 11X13)
walkarooin
walkarooIN
walkaroo.in
curiouscat.co.in